উমরাহ করতে হেঁটে ৮ মাসে প্যারিস থেকে মদিনায়

সারে-জমিন

দেব জেতার ছয় মাসে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান

রূপসী বাংলা

বিজেপির ফের ক্ষমতায় আসা নিয়ে চরম সংশয়

সম্পাদকীয়

অধীরকে 'ছোট মোদি' বলে কটাক্ষ বিধায়ক নওশাদের

সাধারণ

অবশেষে ২০০ টপকে জিতল হায়দরাবাদ

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
২০ মে, ২০২৪
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
১১ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজিরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 136 ■ Daily APONZONE ■ 20 May 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মোদিকে যেন কেউ ভোট না দেয় বলায় স্কুল শিক্ষকের জেল

আপনজন ডেস্ক: বিহারের এক সরকারি স্কুলের শিক্ষক ক্লাসের ছাত্রদের 'কেউ যেন মোদিকে ভোট না দেয়' বলায় তাকে জেলে পাঠানো হয়েছে। মুজফফরপুরের এসএসপি রাকেশ কুমার জানিয়েছেন, জেলা শিক্ষা আধিকারিকের দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছে। ডিইও অজয় কুমার সিং বলেন, শিক্ষক হরেন্দ্র রজকের আচরণ তাঁর নজরে আসে কুরহানি ব্লকের আমরাখের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন পড়ুয়ার পরিবারের সদস্যদের। ডিইও বলেন, অভিভাবকরা অভিযোগে বলেছেন, বিনামূল্যে রেশন প্রকল্পের আওতায় মানুষের খাওয়ার অযোগ্য খাদ্যশস্য বিতরণ করা হচ্ছে তাই শিশুদের মোদিকে ভোট দেওয়া উচিত নয়।

মুম্বাইয়ের কলেজে নিষিদ্ধ হল হিজাব

আপনজন ডেস্ক: সম্প্রতি মুম্বাইয়ের চেম্বুর এলাকার এনজি আচার্য ও ডিকে মারাঠা কলেজ মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব ও বোরকা পরে ক্যাম্পাসে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
বিষয়টি নিয়ে তীব্র তোপের মুখে পড়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।
এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কলেজ প্রশাসন ঐতিহ্যবাহী ইসলামী পোশাককে টার্গেট করে শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় পোশাক নিষিদ্ধ করল। গত বছরের আগস্ট মাসে কলেজ চত্বরে হিজাব ও অন্যান্য ধর্মীয় পোশাক পরা নিষিদ্ধ করে জুনিয়র কলেজ পড়ুয়াদের ওপরও একই ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল।
বিষয়টি উত্থাপন করা হলে প্রশাসন এই পদক্ষেপের যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলে, ড্রেস কোড শুধুমাত্র জুনিয়র কলেজের পড়ুয়াদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে মহারাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য কোনও আইনি পোশাকের কোড না থাকা সত্ত্বেও সর্বশেষ প্রয়োগটি ডিগ্রি শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করেছে।
স্থানীয় সমাজকর্মী মাইমুনা শেখ এই নিষেধাজ্ঞার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। কলেজের অধ্যক্ষ ছাত্রীদের হিজাব ও বোরকা পরে কলেজে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে ডিক্রি জারি করেছেন। আমরা কলেজ

প্রশাসনকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছি বলে তিনি জানান।
এই নিষেধাজ্ঞা শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মধ্যেও ক্ষোভ জাগিয়ে তুলেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষার্থী বলেন, 'এ ধরনের বিষয় উত্থাপন করে এটা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা মাত্র। কাঁদতে কাঁদতে ওই ছাত্রী বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কারও ড্রেস কোড সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এব্যাপারে কোনও মন্তব্য পায়নি সংবাদমাধ্যম। কলেজ প্রশাসনের নীরবতা ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ প্রশমিত করতে খুব কমই কাজ করেছে। মুসলিম সম্প্রদায় এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি অব্যাহত রেখেছে, যুক্তি দেখিয়েছে যে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘন করা ছাড়াও, এটি বৈষম্য ছাড়াই শিক্ষার অধিকারকেও লঙ্ঘন করে।
এই বিতর্ক দেশজুড়ে পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি তুলে ধরেছে, যেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি মুসলিম শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় পোশাক নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিল তাদের হিজাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল।
দু'বছর আগে কর্নাটকে উদুপির একটি জুনিয়র কলেজের মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, কলেজের ইউনিফর্ম নীতি লঙ্ঘন করার কথা উল্লেখ করে।
সম্প্রতি, জুন মাসে, হায়দরাবাদের একটি কলেজ বোরকা পরা শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে অস্বীকার করেছিল এবং তাদের সতর্ক করে দিয়েছিল যে যদি তারা মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তবে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা থেকে নিষিদ্ধ করা হবে।
একইভাবে, মুম্বাইয়ের এসএনডি বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রসপেক্টাসে হিজাব নিষিদ্ধ করে।

সাধুদের রাজনীতিতে সিলমোহর মোদির, সমালোচনা মমতাকে

আপনজন ডেস্ক: রবিবার পুরুলিয়ায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু সন্ন্যাসীদের একাংশকে হুমকি দিয়েছেন তাঁর 'মুসলিম ভোট ব্যাংককে' খুশি করতে।
মোদি অভিযোগ করেন ইসকন, রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সংঘ মানুষের সেবার জন্য সারা বিশ্বে পরিচিত। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মানুষের সেবায় নিয়োজিত সন্ন্যাসীদের হুমকি দিচ্ছেন। নিজের ভোটব্যাঙ্ককে খুশি রাখতে, মুসলিমদের চাপে এই কাজ করছেন মমতা।
শনিবার হুগলির কামারপুকুরে এক নির্বাচনসভায় মমতা চলতি নির্বাচনে তিন সংগঠনের সন্ন্যাসীদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। মমতা বলেছিলেন, সব সাধু সমান হয় না। সব স্বজন সমান হয় না। আমাদের মধ্যেও কি আমরা সবাই সমান? বহরমপুরে একজন মহারাজ আছেন। কার্তিক মহারাজ। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু যে লোকটা বলেন তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্ট বসতে দেব না। তাঁকে আমি সাধু বলে মনে করি না। তার কারণ তিনি সরাসরি রাজনীতি করে দেশটার সর্বনাশ করে দিচ্ছে।
এ প্রসঙ্গেস মোদি বলেন, সন্ন্যাসীদের উপর এই আক্রমণের মাধ্যমে তৃণমূল সব সীমা অতিক্রম করেছে। ৪ জুনের পর পরবর্তী সরকার গঠন হলে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।
মেদিনীপুরে দিনের শেষ ভাষণে তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত করছে এবং ভোট জিহাদ চালাচ্ছে।
সন্দেশখালির অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানকে রক্ষা করেছেন বলে মোদি মমতাকে নিশানা করেন।

কপ্টার দুর্ঘটনায় নিখোঁজ ইরানের প্রেসিডেন্ট রাইসি

আপনজন ডেস্ক: হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার পর ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আবদুল্লাহিয়ানসহ তাঁদের সঙ্গীদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সেখানে খারাপ আবহাওয়ার কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। রোববার দেশটির পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের জোলফা এলাকার কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ভারী বৃষ্টি ও ঘন কুয়াশার কারণে পাঁচ মিটারের বেশি দূরত্বে কিছু দেখা যাচ্ছে না।
হেলিকপ্টারে ইরানের প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়াও পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের গভর্নর মালেক রহমতি এবং এ প্রদেশে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার মুখপাত্র আয়াতুল্লাহ মোহাম্মদ আলী আলে-হাশেম ছিলেন।
ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইরনার খবরে বলা হয়েছে, যেখানে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, সেটি পার্বত্য অঞ্চল এবং বনজঙ্গলে ঘেরা।
ইরানের জরুরি সেবা সংস্থার মুখপাত্র বাবাক ইয়েকতাপারাস্ত ইরনাকে বলেছেন, ঘটনাস্থলের উদ্দেশে একটি উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার পাঠানো হয়েছে। তবে ঘন কুয়াশার কারণে সেটি সেখানে পৌঁছাতে পারেনি।
ইরানের একটি রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) বেশ কয়েকটি ছবি প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা গেছে, উদ্ধারকারী কয়েকটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। পূর্ব আজারবাইজানের রাজধানী তাবরিজ শহর থেকে নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্য আহমদ আলী রেজা বেইগি বলেছেন, উদ্ধারকারীরা এখনো প্রেসিডেন্টকে বহনকারী হেলিকপ্টারের অবস্থান শনাক্ত করতে পারেননি। বৃষ্টি ও কুয়াশার কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে।৪০টি উদ্ধারকারী দল উদ্ধারকাজে অংশ নিয়েছে।

প্রথম নজর

উলুবেড়িয়ায় শ্লীলতাহানির অভিযোগ এক জওয়ানের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: রক্ষকই যখন ভক্ষক! ভোটের ডিউটি করতে এসে যুবতীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল এক বিসিএফ জওয়ানের বিরুদ্ধে!সোমবার পঞ্চম দফার লোকসভার নির্বাচন হতে চলেছে উলুবেড়িয়ার আসনটিতে।তার আগে ওই লোকসভা কেন্দ্রের কুলগাছিয়া এলাকার ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়।জানা গেছে,উলুবেড়িয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই নিগৃহীতা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই অভিযুক্ত জওয়ানকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন পুলিশ আধিকারিক।পুলিশ সূত্রের খবর, রবিবার সকাল ছটা নাগাদ অভিযোগকারিনী হাঁটতে বেরন। সেই সময় ওই এলাকায় বিএসএফের দুই জওয়ান যুবতীকে অশ্লীল ইঙ্গিত ও কুপ্রস্তাব দেন। ঘটনার প্রতিবাদ করলে এক জওয়ান জোর করে জড়িয়ে তাঁকে চুমু খেতে যান বলে অভিযোগ। যদিও অভিযুক্ত বিএসএফ জওয়ানকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন এলাকাবাসীরা। অন্য আরেক জওয়ান ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ। অভিযুক্ত বিএসএফ জওয়ানকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। অভিযুক্ত জওয়ানের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি, জোর করে আটকে রাখা এবং হুমকি দেওয়ার অভিযোগে বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

বুলবুলের ঈদ সংখ্যা প্রকাশ প্রেস ক্লাবে

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: রবিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে বুলবুল পত্রিকার ঈদ সংখ্যা প্রকাশ পেল। সম্পাদক এস এম সিরাজুল ইসলাম,আবু সালেহ মহম্মদ রেজওয়ানুল করিম, চিকিৎসক ও প্রাক্তন বিধায়ক আবুল কাশেম মোল্লা,অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি ও বিধায়ক আব্দুল গনি, চিকিৎসক প্রকাশ মল্লিক ও দীপা দাস সহ প্রায় ২০০ জন কবি লেখক সভায় উপস্থিত ছিলেন।এই পত্রিকা দীর্ঘ ৫৮ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে।

বিজেপির বড় দুর্নীতি হল নির্বাচনী বন্ডে টাকা লুট: বিকাশ

আনোয়ার হোসেন ● হলদিয়া

আপনজন: তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী সায়ন ব্যানার্জির সমর্থনে রবিবার হলদিয়া টাউনশিপে মাখন বাবুর বাজারে এক প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক নেতা লক্ষীকান্ত সামন্ত,সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মেদিনীপুর ইতিহাসের পাতায় সম্মানিত।ব্রিটিশদের মস্তিষ্ক প্রসূত দ্বিজাতিতত্ত্বের নীতিকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আগলে ধরছে।অর্থনৈতিক বিকাশ,সামাজিক ন্যায়,কৃষক শ্রমিকের দুর্দশা নিয়ে এদের কোন মাথাব্যথা নেই।
বিজেপি বড় দুর্নীতি হল নির্বাচনী বন্ডে টাকা লুট করা। একই পথের পথিক তৃণমূল কংগ্রেস। এরা উভয়ে ই অনুদান দিয়ে মানুষকে করুনার পাত্র করে রাখতে চায়।বিচার ব্যবস্থা কে ধ্বংস করতে চায়।এখনো পর্যন্ত যতটুকু মানুষের ভরসা স্থল বিচারালয়।
মানুষের মধ্যে ঐক্য ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা করতে হলে আপনাদের ধর্ম নিরপেক্ষ বামফ্রন্টের প্রার্থী আইনজীবী সায়ন ব্যানার্জিকে আপনাদের ভোট দিন।অভিনেতা বাদশা মৈত্র বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, আমরা শিল্পী হলেও মানুষ।মানুষ হিসেবে দেশ ও রাজ্যের যে দুর্বিষহ অবস্থা তা থেকে সরে থাকতে পারি না। সেই জন্য মানুষের সঙ্গে পথে থাকার চেষ্টা করি,না হলে আগামী প্রজন্ম আমাদের ঘৃণার চোখে দেখবে।নৈতিকতা-সততার দিক থেকে অপেক্ষাকৃত অন্যান্য রাজনৈতিক দল অপেক্ষা বামপন্থীরা এখনো ঠিক পথে রয়েছে। সেজন্য বামফ্রন্ট প্রার্থীর হয়ে আপনাদের কাছে কিছু কথা নিবেদন করতে এসেছি।সায়ন ব্যানার্জির মত এক ঝাঁক তরুণ প্রজন্ম বামপন্থার আদর্শ নিয়ে শ্রমজীবী মানুষের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।এদের পার্লামেন্টে আপনারা পাঠালে দেশের ও মানুষের জন্য মঙ্গল হবে বলে আমি মনে করি।সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিএম নেতা নিরঞ্জন সিহি, পরিতোষ পট্টনায়েক ও অচিন্ত্য শাসমল সভার বক্তাদের বক্তব্য শোনার জন্য হলদিয়া শিল্পনগরী সহ টাউনশিপ এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

দেব জেতার ছয় মাসের মধ্যে শুরু হবে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ: অভিষেক

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন:রবিবার ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী দীপক অধিকারীর সমর্থনে নির্বাচনী জন সভায় কেশপুরের আনন্দপুরে এসেছিলেন অভিষেক। সেখান থেকেই তিনি ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে বড়সড় প্রতিশ্রুতি দিলেন। জানিয়ে দিলেন দেব জেতার ৬ মাসের মধ্যেই ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের কাজ শুরু হবে। অভিষেক এদিন বলেন, কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার বার বার বাংলার সঙ্গে বৈমাতৃসুলভ আচরন করে চলেছে। দেব সংসদে দাঁড়িয়ে সেই বৈমাতৃসুলভ আচরণের বিরোধিতা করে বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু কেন্দ্র কর্ণপাত করেনি। বিজেপি সরকার ১০ বছর ক্ষমতায় থাকলেও চালু হয়নি ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান।
এখানেই শেষ নয়, রাজ্যের পাওনা ১০০ দিনের টাকা কিংবা আবাস যোজনার টাকা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই বঞ্চিত করে রেখেছে বিজেপি। আগামী ২৫ মে এই বঞ্চনারই জবাব দিতে হবে।
অভিষেক বলেন, প্রতি বছর বৃষ্টির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের বিস্তীর্ণ এলাকা। পাশাপাশি কেশপুরের একদিকে চন্দ্রকোনা, আরামবাগ, খানাকুল অন্যদিকে ডেবরা, দাসপুর, পাঁশকুড়া, উলুবেড়িয়ার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষকে ভোগান্তির শিকার হতে হয়। আগামী ৬ মাসের মধ্যে সেই ভোগান্তি দূর হবে। দেবকে জেতানোর ৬ মাসের মধ্যে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের কাজ শুরু হবে।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়সিপিএম এর উদ্দেশ্যে বলেন, কেশপুরে সিপিএমের কিছু হার্মাদ সিপিএমের জার্সি পরে সন্ত্রাসের কালো দিন ফিরিয়ে আনতে চাইছে।
সিপিএমের হার্মাদদের তালিকা আমার কাছে তৈরি আছে। সাহস ভালো কিন্তু দুঃসাহস ভালো নয়, আগামী চার তারিখের পর আপনারা যে ভাষায় বোঝেন সে ভাসায় আমি জবাব দেবো।
এলাকার শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট করতে দেবো না।” এদিন তিনি আরো বলেন, “সিপিএমের অত্যাচারে মানুষ ঘর থেকে বেরতে পারত না। কেশপুরের ১৫ টা অঞ্চলে কত মানুষ খুন করেছে সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী। অথচ তাদের কাছ থেকে গণতন্ত্রের বুলি শুনতে হবে। এটা হতে পারে না।”
কেশপুরের আনন্দপুর হাইস্কুল মাঠের নির্বাচনী জনসভা থেকে ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায় হিরণকে নাম না করে কটাক্ষ করেন অভিষেক ব্যানার্জি। অভিষেক বলেন, দু’নম্বরি লোকটার নাম নেব না। প্রার্থীর নাম নিলে সভার পরিবেশ খারাপ হবে। আমরা যে ক’টাকে দল থেকে বার কর দিই, সেই আবর্জনাগুলোকে বিজেপি তাদের মাথার উপর তুলে রাখে।’ ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে বিজেপির প্রার্থীর পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে অভিষেক বলেন, ‘দীপক অধিকারী বছরে তিনটে করে সিনেমা করে, ওর রাজনীতি করার দরকার পড়ে না। আর যে বিজেপির প্রার্থী হয়েছে, চার বছরে একটাও সিনেমা পায়নি। কাজ নেই তো! তাই পয়সা কামাতে এসেছে।’ এদিনের সভা থেকে একাধিক ইস্যুতে বিজেপিকে আক্রমণ করেন অভিষেক।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ছেলে ধরা সন্দেহে চার মহিলা আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: রবিবার দুপুরে পুরাতন মালদহের নিত্যানন্দপুরে ছেলে ধরা সন্দেহে চার মহিলাকে আটক করল মালদহ থানার পুলিস।অচেনা মহিলাদের জিজ্ঞাসা বাদের জন্য থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।
পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,এদিন সকাল থেকে ওই মহিলারা গ্রামে ভিক্ষা করছিল।তবে বিয়ে নাম করে তারা মিথ্যা কথা বলে।এতে সবার সন্দেহ হয়।তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়।তারপর পুলিসে খবর দেওয়া হলে থানায় নিয়ে যায়।

দেশে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গড়ার ডাক ইমাম মোয়াজ্জিন সম্মেলনে

এম মেহেদী সানি ● বসিরহাট

আপনজন: ইমাম মোয়াজ্জেন সম্মেলন ও সম্প্রীতি সভা থেকে দেশের গণতন্ত্র, সংবিধান, ঐক্য, সম্প্রীতি, সংহতি অক্ষুন্ন রাখতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালেন ‘অল বেঙ্গল ইমাম মোয়াজ্জেন এ্যাসোসিয়েশন এণ্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট’ সংগঠনের নেতৃত্বরা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের টাকি রোডের আমতলায় সোহান প্যালেসে জেলা ইমাম কো-অর্ডিনেটর মাওঃ হাসানুজ্জামানের তত্বাবধানে আয়োজিত ওই ইমাম-মোয়াজ্জেন সম্মেলন থেকে ওই বার্তা দেওয়া হয়। এ দিন ইমাম প্রতিনিধিরা দেশের সহিংসতার ঘটনা তুলে ধরে এবং বিজেপি শাসিত আসামে মাদ্রাসা বন্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বাংলার সমস্ত ইমাম মোয়াজ্জেনদের সতর্ক করেন।
এ দিন ইমাম মোয়াজ্জিনদের ওই সম্মেলন ও সম্প্রীতি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ও বিধায়ক হাজী নুরুল ইসলাম। তিনি দেশের গণতন্ত্র রক্ষায় মুসলমানদের ভূমিকার পাশাপাশি ইমাম-মুয়াজ্জিনদের অবদানের কথা তুলে ধরে বলেন, এই মুহূর্তে ধর্মীয়, জাতিগত ও ভিন্ন ভাষা-ভাষি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিভাজনের ঘৃণ্য রাজনীতি করে ফায়দা তুলতে চাইছে কেন্দ্রের শাসক দল। তা থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করার জন্য প্রতিটি সচেতন নাগরিকের পাশাপাশি ইমাম মুয়াজ্জিনরাও এগিয়ে এসেছে। এটা আমাদের কাছে গর্বের। এ রাজ্যে পরিবর্তনের পর থেকে আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে ইমাম মোয়াজ্জিনদের পাশে দাঁড়িয়েছেন আগামী দিনেও তিনি তাদের যোগ্য সম্মান দিয়ে যাবেন বলে আমি আশা রাখি।’ নামাজের মধ্য দিয়ে সকলকে দোয়া চাইতে অনুরোধ করেন হাজী নুরুল, যেন দিল্লির মসনদে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার আসে।
ভোট প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলেও, উপস্থিত সকল ইমাম সাহেবদের কাছে দোয়া চান হাজী নুরুল, সকল ইমাম মোয়াজ্জিনদের পাশে থাকারও অঙ্গীকার করেন।
হকের পথে, ফ্যাসিবাদী শক্তি তথা বিজেপির মত বিভাজন নীতির প্রতিষ্ঠাকারী দলের বিরুদ্ধে দেশের সংবিধানকে বাঁচানোর স্বার্থে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরামর্শ দেন হাসানুজ্জামান। তিনি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলামের পক্ষে সমর্থন করার আহ্বান জানান। সিরাতের রাজ্য সম্পাদক ও শিক্ষক আবু সিদ্দিক খান বলেন, আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করতে হবে, পাশাপাশি আমাদের ইমামদের একটা সংগঠন তথা একটাই প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তবেই সমাজের গঠনমূলক কাজ করা সম্ভব।
অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শাহানুর মন্ডল, বিশিষ্ট সমাজসেবী সংগঠনের চেয়ারম্যান সাব্বির আলী ওয়ারসি, মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, ফাদার্স সঞ্জীব দাস,মাওলানা রবিউল ইসলাম, মাওলানা শাহজাহান মন্ডল, মাওলানা আবুল কালাম, মাওলানা মহিউদ্দিন, সাইফুল ইসলাম, ফারুকুজ্জামান, মাওলানা শফিউর রহমান, আব্দুর রহমান প্রমুখ। হাফেজ রবিউল ইসলামের দোয়ার মাধ্যমে সভা শেষ হয়।

সৌমিত্র খাঁয়ের গোপন ছবি ফাঁসের হুমকি দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ‘আমার কাছে অনেক ফটো আছে, সুজাতা যা ঝগড়ুটে আমি যদি দিয়ে দিই ফটো গুলো ও ইলেকশান ছেড়ে আগে যাবে ঝগড়া করতে’, বিষ্ণুপুর হাই স্কুল মাঠে দলের লোকসভার প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের সমর্থণে নির্বাচনী প্রচারে এসে ঠিক এই ভাষাতেই বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁয়ের গোপন ছবি ফাঁসের হুমকি দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরেই সুজাতা মণ্ডলের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘তোমার কাছে যা ফটো আছে তার চেয়ে বেশী ফটো আমার কাছে আছে’। একই সঙ্গে সুজাতা মণ্ডল কি করে সৌমিত্র খাঁকে বিয়ে করেছিলেন সে নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।
এখানেই শেষ নয়, বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ-কে ‘ন্যাতা’র সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী কথায় কথায় তৃণমৃলকে চোর বলেন, আগে নিজের চোর আর পকেটমার গুলোকে সামলানোর পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি ‘সবচেয়ে বড় চোর ভাজপা’ বলে তিনি দাবি করেন।

গ্রাম্য দ্বন্দ্ব মিটে যাওয়ায় ফের রাস্তার কাজ শুরু

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলায় ইলামবাজার ব্লকের চুন পলাশী গ্রামে দ্বন্দ্বের জেরে অবশেষে রাস্তা ও ড্রেনের সমস্যা সমাধান হওয়ায় গ্রামবাসী খুশি। উল্লেখ্য,দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব সমস্যা মিটে রাস্তা নির্মাণ হবে সে খবরই জানিয়েছেন দলীয় নেতৃত্ব। রাস্তা এবং ড্রেন তৈরি করা কে কেন্দ্র করে বহুদিন ধরেই টানাপড়েন চলছিল। একে অপরকে দোষারোপ করার ফলে আটকে পড়েছিল গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ। সেই কাজ ফের জেলা পরিষদের অর্থে এবার সেই নির্মাণ সম্পন্ন হবে। তাতে এলাকার মানুষ খুশি হয়।
ইলামবাজার ব্লকের চুন পলাশী গ্রামে দ্বন্দ্বের জেরে রাস্তা এবং ড্রেনের সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় ভুগছিল গ্রামের সাধারণ মানুষ। গ্রামবাসীদের একটাই দাবি রাস্তা এবং ড্রেন একই সাথেই সম্পন্ন হোক। গ্রামবাসীরা জানান বর্ষার সময় ড্রেন না থাকায় গ্রাম জলে ডুবে যায়, বৃষ্টির জল নিকাশির কোন ব্যবস্থা নেই। এমনটাও দাবী করেছেন গ্রামের মানুষজন। এছাড়া গ্রামে ভালো রাস্তা না থাকার জন্য গ্রামের মানুষজন থেকে শুরু করে স্কুল ছাত্র, ছাত্রীরা ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে বেশিরভাগ সময়ই দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়। তাই গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে গ্রাম্য বিবাদ মিটিয়ে নিয়ে কাজ শুরু হবে বলে জানান।

হোটেলে থাকা যাত্রীদের বিরুদ্ধে মালিককে মারধর অভিযোগ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: জেলার বুকে যে কয়েকটি পীঠস্থান রয়েছে তারমধ্যে তারাপীঠ উল্লেখযোগ্য। পূজার্চনা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে দর্শনার্থীদের ভীড় লেগেই থাকে।তারাপীঠের মন্দির ঘিরে লজ এবং হোটেল ব্যবসাও গড়ে উঠেছে। সেইরূপ একদল দর্শনার্থী তারাপীঠ ঘুরতে এসে লজ মালিকের সাথে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে।যার ফলে দুজন দর্শনার্থীকে স্থানীয় তারাপীঠ থানার পুলিশ আটক করে বলে জানা যায়। তারাপীঠের এক হোটেলের মালিক কে বেধরক মারধর করেছে সেই হোটেলের মধ্যে ভাড়া থাকা যাত্রীরা। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন হোটেলের মালিক। স্থানীয়রা চিৎকার চেঁচামেচি এবং ঝামেলা দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসেন এবং হোটেল মালিককে জখম অবস্থায় উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। জানা যায়,তারাপীঠ থানার উল্টো দিকে একটি বেসরকারি হোটেলে, শনিবার সকালে দিল্লির কয়েকজন যাত্রী সাতটি রুম ভাড়া নেন। শনিবার রাত্রে তাদের হোটেল ছাড়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই দুপুরে তারা হোটেল থেকে বেরিয়ে যায়। হোটেলের রুম ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় হোটেলের দুটি এসির রিমোট ও চাবি নিয়ে চলে যাচ্ছিল যাত্রীরা এমন অভিযোগ তোলেন হোটেল মালিক। হোটেল মালিক দুটি রুমের এসির রিমোট ও চাবি চাইতে গেলে মালিকের উপর চড়াও হয় হোটেল যাত্রীরা ও বেধড়ক মারধর করেন।
বেসরকারি হোটেলের মালিকের চিৎকার শুনে আশেপাশের অন্য হোটেলের কর্মীরা ছুটে এলে তারা পালানোর চেষ্টা করে। তাদের মধ্যে কয়জনকে ধরে ফেলেন স্থানীয়রা। পরে তারাপীঠ থানার পুলিশ গিয়ে দুজন হোটেল যাত্রীকে আটক করেন।

নবগ্রাম ও বহরমপুর পশ্চিমে ভোট পরবর্তী পর্যালোচনা সভা তৃণমূলের

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: ভোট পরবর্তী পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল নবগ্রাম ও বহরমপুর পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের।
জানা যায় গত ৭ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন। আর ঠিক নির্বাচনের পরে পরেই নবগ্রাম বিধানসভার দু জায়গায় পর্যালোচনা মূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল।
এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত স্তরের বুথ কর্মী থেকে শুরু করে ব্লক নেতৃত্ব পর্যন্ত সমস্ত নেতৃত্ব ও কর্মীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট পরবর্তী পর্যালোচনা সভা। রবিবার নবগ্রামের পাঁচগ্রামে প্রায় বারোশো কর্মী সমর্থকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এই দিনের আলোচনা সভা।
এছাড়াও এদিন নবগ্রাম বিধানসভার বহরমপুর পশ্চিম ব্লকের আধারমানিকে একই বিষয় নিয়ে নির্বাচনী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত হন বিধায়ক কানায় চন্দ্র মন্ডল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এন বি এস টি সি ডিরেক্টর ও জেলা পরিষদ সদস্য রাজিব হোসেন সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।
দলীয় ব্লক নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়,সংগঠনকে আরো মজবুত করার লক্ষ্যে কোথায় দুর্বলতা রয়েছে , কারা দলের জন্য পরিশ্রম করেছে, কোন অঞ্চলে কেমন লিড হতে পারে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। শুধু তাই নয় দলের সঙ্গে থেকে যারা লোকসভা নির্বাচনে দলের হয়ে কাজ করেনি তাদেরকে চিহ্নিত করে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে বলেও আলোচনা করা হয় এই দিনের সভা থেকে।
এছাড়াও সামনে বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে সংগঠনকে আরো মজবুত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয় এ দিন। উপস্থিত ছিলেন নবগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল , নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মোহাম্মদ এনায়েতুল্লাহ,বিধায়ক ঈমানী বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন সভার শেষে তৃণমূল কর্মী ও নেতৃত্বদের জন্য মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করা হয় নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে।

সায়নীর পাশে সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট

জাহেদ মিস্ত্রী ● সোনারপুর

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের উদ্যোগে এক নির্বাচনী সভার আয়োজন করা হয়েছিল বেলা বারোটায় যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের কামাল গাজী নেতাজি স্পোর্টস কমপ্লেক্স মাঠের পাশে.পুরোহিতদের এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সায়নী ঘোষ, উত্তর বিধানসভার বিধায়ক ফেরদৌসী বেগম, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীধর মিশ্র, রাজ্য সম্পাদক সুমন ব্যানার্জি, সাংগঠনিক রাজ্য ভাইস চেয়ারম্যান মুস্তাফিজ হাসমি, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার পৌর প্রধান পরিষদ নজরুল আলী মন্ডল সহ একাধিক নেতৃত্ব।
সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষই প্রশংসা করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীধর মিশ্র, তিনি আরো বলেন আজ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যতই হিন্দু-হিন্দু করুন না কেন ব্রাহ্মণদের জন্য কোন কিছুই করেননি, বাংলায় ব্রাহ্মণদের কথা ভেবেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়. একদিকে যেমন তিনি ইমামদেরকে মান্যতা দিয়েছেন তেমনি ব্রাহ্মণদেরকেও সম্মান করেছেন, তাদের জন্যেও ভেবেছেন এবং আগামী দিনে আরো ভাববেন. মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব ধর্মকেই সম্মান করেন, তাই তিনি বলেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার. প্রসঙ্গত বিজেপি সহ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একাধিক বিষয়ে তুলোধনা করতে ছাড়েননি তিনি। তাই তিনি পশ্চিমবঙ্গ সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট এর পক্ষ থেকে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সায়নী ঘোষ তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকার আশ্বাস ও বার্তা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে পুরো ব্রাহ্মণ সমাজের কাছে আবেদন করেছেন যাতে সমস্ত ব্রাহ্মণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে আশীর্বাদ ও সমর্থন করেন। ব্রাহ্মণ সমাজের সমর্থন পেয়ে যথেষ্ট খুশি সায়নী ঘোষ।

প্রথম নজর

উমরাহ করতে হেঁটে ৮ মাসে প্যারিস থেকে মদিনায়

আপনজন ডেস্ক: আট মাসে ১৩টি দেশ পাড়ি দিয়ে সৌদি আরবের মদিনায় পৌঁছেছেন ফরাসি পর্যটক মোহাম্মদ বুলাবিয়ার। এ সময় তাঁকে আট হাজার কিলোমিটারের বেশি পথ হাঁটতে হয়েছে। গত সপ্তাহে মদিনায় পৌঁছেন এবং শিগগিরই তিনি মক্কায় যাবেন এবং পবিত্র উমরাহ পালন করবেন। গত বুধবার (১৬ মে) সৌদি বার্তা সংস্থা এসপিএ এক প্রতিবেদনে তার যাত্রার কথা জানায়।
বুলাবিয়ার জানান, তিনি গত বছরের ২৭ আগস্ট ফ্রান্সের প্যারিস থেকে যাত্রা শুরু করেন। সৌদি আরব পৌঁছার আগে তিনি সুইজারল্যান্ড, ইতালি, স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া, মন্টিনিগ্রো, আলবেনিয়া, মেসিডোনিয়া, গ্রিস, তুর্কিয়ে ও জর্দান অতিক্রম করেন। দীর্ঘ এ যাত্রাপথে তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের একটি ব্যাগ, মানচিত্র ও ২৫ কেজি ওজনের একটি তাঁবু ছিল। অধিকাংশ সময় তিনি রাস্তার পাশে মসজিদে কিংবা অপরিচিতদের ঘরে অবস্থান করেছেন।
ফরাসি এই পর্যটক বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল, একদিন আমি প্রিয় নবী (সা.)-কে অনুকরণ করে হেঁটে মক্কায় পৌঁছব। দীর্ঘ এ ভ্রমণে রাস্তায় সমস্যা না হলেও বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আবহাওয়া। আমি গ্রীষ্মে রওনা করেছিলাম। আর বসন্তে এসে পৌঁছি। মধ্যভাগে বসন্ত, শরৎ ও শীতকাল অতিবাহিত করি। এ সময় ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রের মুখোমুখি হই। এমনকি গ্রিক সীমান্তে প্রচণ্ড তুষারঝড়ে এক সপ্তাহ যাত্রা বিলম্ব করতে হয়েছিল।' দীর্ঘ ভ্রমণের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে বুলাবিয়ার জানান, যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে তিনি দুই বছর আগে শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করেন এবং দীর্ঘপথ হাঁটতে অভ্যাস গড়ে তোলেন। এরপর যাত্রাপথের রুট পরিকল্পনা, সব ধরনের সতর্কতা অবলম্বনসহ নিজেকে মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত করেন। তিনি বলেন, 'আমি প্রায় ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হেঁটেছি। আমি ভাগ্যবান যে আমার সব কিছু সুষ্ঠুভাবে চলছিল। দীর্ঘ সময় পর এখানে পৌঁছতে পেরে আমি আনন্দিত। ছোটবেলা থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল মক্কা ও মদিনা যাওয়ার। গতকাল এখানে পৌঁছতে পেরে আমার দু'চোখ আনন্দাশ্রুতে ভরে গেছে। আমি সৌদি আরবের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে পেরে খুবই আনন্দিত। এখানে পৌঁছে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছি। পথে পথে মানুষ আমাকে দাঁড় করিয়ে খাবার ও পানীয় উপহার দিয়েছে।
অনেকে তাদের সঙ্গে কিছু সময় থাকার আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

হঠাৎ অসুস্থ সৌদি বাদশাহ

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজের গায়ে উচ্চ জ্বর ও জয়েন্টে ব্যথার উপসর্গ দেখা দিয়েছে। এই জন্য রোববার (১৯ মে) তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। সৌদি সংবাদ সংস্থার বরাত দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছে গালফ নিউজ। সৌদি রয়্যাল কোর্ট জানিয়েছে, জেদ্দার আল সালাম রয়্যাল প্যালেসের মধ্যে রয়্যাল ক্লিনিকে সৌদি রাজার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে।
এক বিবৃতিতে রয়্যাল কোর্ট বলেছে, রোববার জেদ্দার আল সালাম রয়্যাল প্যালেসের রয়্যাল ক্লিনিকে বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। তার উচ্চ জ্বর ও জয়েন্টে ব্যথার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তাই মেডিকেল টিম তার স্বাস্থ্যের অবস্থা নির্ণয় করতে এবং তার স্বাস্থ্যগত বিষয় নিরীক্ষণের জন্য কিছু পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত স্থানে ইরানি রেড ক্রিসেন্ট

আপনজন ডেস্ক: ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসিকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি যেখানে বিধ্বস্ত হয়েছে, সেখানে পৌঁছেছে ইরানি রেড ক্রিসেন্ট।
ইরানি রেড ক্রিসেন্ট এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ইরানি রেড ক্রিসেন্টের অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হওয়ার স্থানে পৌঁছেছে।
এ বিষয়ে ইরানি রেড ক্রিসেন্ট আর কিছু বলেনি। এদিকে রাইসিকে বহনকারী বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারটি 'খুঁজে' পাওয়ার খবর দিয়েছে দেশটির একাধিক গণমাধ্যম। ইরানের গণমাধ্যম এই খবর ইরানি রেড ক্রিসেন্টের বরাতে দিয়েছে। খবরে বলা হয়, উদ্ধারকারী দলগুলো বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারটি খুঁজে পেয়েছে।
রাইসিকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি গতকাল রোববার ইরানের পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের জোলফা এলাকার কাছে দুর্ঘটনার শিকার হয়। একই হেলিকপ্টারে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আবদোল্লাহিয়ানসহ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ছিলেন। বৈরী আবহাওয়ার কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছিল। এলাকাটিতে ভারী বৃষ্টি ও ঘন কুয়াশার কারণে পাঁচ মিটারের বেশি দূরত্বে কিছু দেখা যাচ্ছিল না।
ইরানি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রেসিডেন্ট পীর হোসেন কোলিভান্দ বলেন, তাঁর সংস্থার উদ্ধার ও অনুসন্ধান দলগুলো বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারটি খুঁজে পেয়েছে। হেলিকপ্টারটি যেখানে বিধ্বস্ত হয়েছে, সেখানে তারা রয়েছে।
এ বিষয়ে বিস্তারিত আর কিছুই বলেননি ইরানি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রেসিডেন্ট। তবে তিনি বলেছেন, পরিস্থিতি ভালো নয়।

পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসেও যে কৌশলে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে চান জান্তা

আপনজন ডেস্ক: বর্তমানে মায়নমার পরিস্থিতি যেন জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশটির নিয়ন্ত্রণ দখল করার পর মাত্র তিন বছরে দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধে ছড়িয়ে পড়ায় ক্ষমতার উপর জান্তার নিয়ন্ত্রণ যেন ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ছে। গৃহযুদ্ধ এখন জান্তা সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। মায়নমারের প্রত্যন্ত সীমান্ত অঞ্চলে শাসনকে মজবুত করার জন্য যে সামরিক অভিযান শুরু হয়েছিল তা এখন সামরিক বাহিনীর জন্য টিকে থাকার সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে।
মায়নমারের এই গৃহযুদ্ধ দেশটির জান্তা সরকারের জন্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জেতা অসম্ভব হয়ে পড়েছে এবং এতে পরাজয় এখন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। এ পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে জান্তা ফের নতুন ফাঁদ পেতেছে।
জানা গেছে, এনএলডিসহ গণতন্ত্রকামী দলগুলোর বিকল্প সরকার মায়নমার জান্তার কোনো আলোচনার প্রস্তাবেই রাজি হচ্ছে না। এদিকে সীমান্তবর্তী সংখ্যালঘু অধ্যুষিত রাজ্যগুলোর পাশাপাশি সংখ্যাগুরু বামার অধ্যুষিত মধ্যাঞ্চলীয় বিভাগগুলোও জান্তার হাতছাড়া হচ্ছে তখন বার্মিজ জান্তা 'রোহিঙ্গাকে' পুঁজি করে আরেকটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে।
গত মার্চ থেকে দেখা যাচ্ছে, রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা অধ্যুষিত টাউনশিপ মংডু, বুথিডং, রাথিডং কিংবা রাজধানী সিত্তয়ের অস্থায়ী রোহিঙ্গা শিবিরের কাছে আরাকান আর্মিবিরোধী বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কিছু ছবিতে দেখা যাচ্ছে, প্রায় প্রত্যেকের মাথায় নতুন চকচকে টুপি।
কারুকাজমণ্ডিত দামি গোল টুপি। জান্তা নিয়ন্ত্রিত জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো তা আবার ফলাও করে প্রচার করছে। সরকারি দফতরের ফেসবুক পেজেও শেয়ার হচ্ছে সেগুলো।
এটা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই যে, মাত্র কয়েক মাস আগ পর্যন্ত সামরিক জান্তার নির্বিচার নির্যাতনের শিকার এই জনগোষ্ঠী বাধ্য হয়েই বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পুরোনো ছবিগুলো দেখলেই বোঝা যায়, সবাই সবসময় টুপি পরে থাকে না। এত দামি টুপি তো নয়ই। বাধ্য হয়েছে বলেই সম্ভবত তাদের বেশির ভাগ আবার মুখে মাস্ক পরা। এমনও হতে পারে যে, তাদের সবাই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীরও নয়। যে কারণে মুখে মাস্ক লাগাতে হয়েছে।
শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে বিপর্যস্ত জান্তার পক্ষে লড়াইয়ের জন্য জোরপূর্বক রোহিঙ্গাদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কিছু ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিচ্ছে সামরিক জান্তা।
২০১২ সালে রাখাইন রাজ্য থেকে হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারা বাধ্য হয় নোংরা শিবিরে থাকতে। এর পাঁচ বছর পর, ২০১৭ সালের অগাস্টে মায়নমার সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর নির্মূল অভিযান চালিয়ে বহু মানুষকে হত্যা, ধর্ষণ ও তাদের গ্রামগুলো পুড়িয়ে দেয়। ওই ঘটনায় ৭ লাখের বেশি রোহিঙ্গা প্রতিবেশী বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। তাদের মধ্যে প্রায় ৬ লাখ এখনো সেখানেই আছে।
রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতনের জন্য হেগের আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যা মামলার মুখোমুখি হয়েছে মায়নমার।
রাখাইনে সাম্প্রতিককালে সশস্ত্র জাতিগত সংগঠন আরাকান আর্মির কাছে বিস্তৃত এলাকা হারানোর পর, সেনাবাহিনী এখন জোরপূর্বক রোহিঙ্গাদের নিয়োগ দিচ্ছে। এটি তাদের হতাশারই স্পষ্ট লক্ষণ।
মায়নমারে সামরিক জান্তার বর্তমান পরিস্থিতি
মায়নমার সামরিক জান্তার পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, রাখাইনের পরিসংখ্যানই তা বোঝার জন্য যথেষ্ট। রাজ্যটির ১৭টি টাউনশিপ বা মহকুমার মধ্যে ১০টি এখন আরাকান আর্মির দখলে। বাকি সাতটির অবস্থাও তালমাতাল। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা থেকেই ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত চার মাসে মায়নমারের সাত শতাধিক সেনা সদস্য বা সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিজিপি সদস্য প্রাণ বাঁচাতে বান্দরবান বা কক্সবাজারে এসে ঢুকেছে। এখন যখন আরাকান আর্মি রাজধানী সিত্তয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন জান্তা মরিয়া হয়ে রোহিঙ্গাদের মাঠে নামিয়েছে।

গাজা নিয়ে বাড়ছে বিরোধ, নেতানিয়াহুর সরকারে ভাঙনের সুর

আপনজন ডেস্ক: টানা সাত মাসেরও বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরায়েল। দীর্ঘ এই আগ্রাসনে ৩৫ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে দেশটি। এরপরও হামাসকে পরাজিত করতে পারেনি ইসরায়েল। এছাড়া হামাসের হাত থেকে জিম্মিদের মুক্ত করেও আনতে পারেননি। এর মধ্যেই প্রশ্ন উঠছে গাজার ভবিষ্যৎ নিয়ে। কারণ যুদ্ধোত্তর গাজার শাসনভার কে নেবে বা গাজার ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে এই মন্ত্রিসভায় ভাঙনের সুর দেখা দিয়েছে।
জানা গেছে, এখন পর্যন্ত যুদ্ধ শেষে গাজা নিয়ে কোনো পরিকল্পনাও দিতে পারেননি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। এসব নিয়ে দেশের ভেতরে যেমন তোপের মুখে পড়েছেন তেমনি বিদেশ থেকেও চাপে রয়েছেন নেতানিয়াহু।
আগামী ৮ জুনের মধ্যে যুদ্ধ পরবর্তী পরিকল্পনা দিতে না পারলে নেতানিয়াহু সরকার ছাড়ার হুমকি দিয়েছেন ইসরায়েলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার সদস্য বেনি গ্যান্টজ। তার এই আলটিমেটামের ফলে গাজা যুদ্ধ নিয়ে ইসরায়েলি যুদ্ধকালীন সরকারের সদস্যদের মধ্যে যে বিভেদ তা আরো প্রকটই হলো বলা যায়।
শনিবার একটি সংবাদ সম্মেলন করেন গ্যান্টজ। সেখানে তিনি গাজা নিয়ে ছয়টি দাবি উত্থাপন করেন এবং সেগুলো মেনে নিতে ইসরায়েলি মন্ত্রীসভার প্রতি আহ্বান জানান। ইসরায়েলি এই রাজনীতিবিদ বলেছেন, যদি তার দাবি পূরণ না হয় তাহলে তিনি গাজা যুদ্ধের তত্ত্বাবধানে গত বছর গঠিত ইসরায়েলের জরুরি ঐক্য সরকার থেকে তার দল প্রত্যাহার করবেন। গ্যান্টজ ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তাকে ইসরায়েলে নেতানিয়াহুর প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা হয়।
যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভায় যোগদানের আগে তিনি বিরোধী দলের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।
নিজের ছয় দাবিতে গ্যান্টজ গাজায় ইসরায়েলি বন্দিদের মুক্তি, ছোট্ট এই উপত্যকার নিরস্ত্রীকরণ, আমেরিকান, ইউরোপীয়, আরব ও ফিলিস্তিনি ব্যক্তিদের নিয়ে গাজার বেসামরিক বিষয় তদারকি করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক জোট গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন। এ ছাড়া নেতানিয়াহুর মতো তিনিও মনে করেন যুদ্ধ শেষে গাজাকে হামাস বা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসসের হাতে তুলে দেয়া যাবে না। একই সঙ্গে হামাসকে পুরোপুরি নির্মূলের কথাও বলেছেন তিনি, যা গত ২২৫ দিনে করতে পারেনি ইসরারেয়লি বাহিনী।

বিড়ালকে ডক্টরেট ডিগ্রি দিল মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়

আপনজন ডেস্ক: ম্যাক্স নামের ব্যক্তিরা নোবেল জিতেছেন (ম্যাক্স প্লাঙ্ক), অস্কারে সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতেছেন (ম্যাক্সমিলিয়ান শেল), জিতেছেন একাধিক ফর্মুলা ওয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ (ম্যাক্স ভেরস্তাপেন)। এবার ম্যাক্স নামের একটি বিড়াল পেল সম্মানসূচক সূচক ডক্টরেট ডিগ্রি। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ভারমন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটি শিক্ষার্থীদের স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে ওই বিড়ালকে ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়েছে।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের রিপোর্ট অনুসারে, ম্যাক্স নামের ওই বিড়ালটিকে ইঁদুর শিকার বা ঘুমানোর কৃতিত্বের জন্য নয় বরং ভারমন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটির ক্যাসেলটন ক্যাম্পাস তাকে এই সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়েছে তার বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের স্বীকৃতির জন্য। ভারমন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটির ক্যাসেলটন ক্যাম্পাস এক ফেসবুক পোস্টে বলেছে, ম্যাক্স বছরের পর বছর ধরে ক্যাসেলটন পরিবারের একজন স্নেহময় সদস্য। ভারমন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের প্রবেশদ্বারের রাস্তায় পাশেই বাস করে এক পরিবার। সেই পরিবারই এই বিড়ালটির মালিক। বিড়ালের মালিক অ্যাশলে ডাও বলেন, বিড়ালটি নিজেই ঠিক করেছিল সে ক্যাম্পাসে যাবে। এরপর থেকেই সে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আড্ডা দিতে শুরু করে, আর শিক্ষার্থীরাও তাকে ভালোবাসতে শুরু করে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ব্রিটেনে শিশুদের জনপ্রিয় নামের শীর্ষে 'মুহাম্মাদ'

আপনজন ডেস্ক: এখন মুসলিম বিশ্বের বাইরেও শিশুদের নাম 'মুহাম্মদ' রাখার দিক থেকে যুক্তরাজ্য এখন অনেক এগিয়ে। ব্রিটেনে ছেলে শিশুদের নাম হিসেবে 'মুহাম্মদ' বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।
শনিবার (১৮ মে) সংবাদমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, যুক্তরাজ্যে 'মুহাম্মদ' নামটি এখন ছেলে শিশুদের জনপ্রিয় ১০০ নামের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে।
প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, মাঝে নতুন রাজা চার্লসের নামে ছেলে শিশুদের নাম রাখার হিড়িক দেখা গেলেও এখন আর আগের অবস্থানে নেই এই নামটি। ব্রিটেনে ইউরোপীয় স্টাইলের নামের পাশাপাশি ধর্মীয় নাম এবং বিদেশি নাম রাখার প্রবণতাও বাড়ছে।
বিবিসির প্রতিবেদন বলছে, মেয়ে শিশুর নাম হিসেবে 'অলিভিয়া' জনপ্রিয়তার শীর্ষে আছে। আর ছেলে শিশুর নাম 'নূয়াহ' (Noah) বা 'নূহ' শীর্ষে আছে। নূয়াহ বর্তমানে শিশুর নাম হিসেবে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের সবচেয়ে জনপ্রিয়। মূলত এ নামে ইসলামপূর্ব যুগে আল্লাহর প্রেরিত একজন নবী ছিলেন।
ফরাসি নাম 'ওটিলি' এবং 'এলোডি', গ্রীক নাম 'ওফেলিয়া' এবং আইরিশ নাম 'মেভ' মেয়েদের নাম হিসাবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে। ইংল্যান্ড ও ওয়েলস মিলিয়ে 'চার্লস' নামটি তালিকা থেকে বাদ পড়লেও শুধু ইংল্যান্ডের হিসেবে শততম স্থানে রয়েছে।
চার্লসের সন্তানদের মধ্যে 'উইলিয়াম' নামটি এবার তিন ধাপ নেমে ২৪তম স্থানে। 'হ্যারি' শীর্ষ দশ থেকে ১৫তম স্থানে নেমে আসে।
মেয়েদের নামের তালিকায় এক সময়ের শীর্ষ জনপ্রিয় নাম 'এলিজাবেথ' এখন ৬০তম অবস্থানে রয়েছে। অন্যদিকে ভিক্টোরিয়া, যা ২০১৭ সালে শীর্ষ ১০০-তে স্থান পেয়েছিল, এবার সেই নাম বাদ পড়েছে।
বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ব্রিটেনে বর্তমানে মেয়েদের শীর্ষ ১০ নাম: অলিভিয়া, অ্যামেলিয়া, ইসলা, আভা, লিলি, আইভী, ফ্রেয়া, ফ্লোরেন্স, ইসাবেলা এবং মিয়া।
ব্রিটেনে বর্তমানে ছেলেদের শীর্ষ ১০ নাম: নূয়াহ, মুহাম্মদ, জর্জ, অলিভার, লিও, আর্থার, অস্কার, থিওডোর, থিও এবং ফ্রেডি।
মূলত এক শ নামের মধ্যে মুহাম্মদ নামটি এবারই প্রথম জনপ্রিয়তার শীর্ষে এমন নয়। বরং ১৯২৪ সালে নামটি প্রথম বার জনপ্রিয়তার দিক থেকে ৯১তম স্থান অধিকার করে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৬ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৪	৪.৫৪
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.০৯	
মাগরিব	৬.১৬	
এশা	৭.৩৪	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

দক্ষিণ কোরিয়ায় ঘুমের প্রতিযোগিতা

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বে যে সব দেশের মানুষ সবচেয়ে কম ঘুমায়, তার মধ্যে অন্যতম দক্ষিণ কোরিয়া। দেশটিতে কাজপাগল মানুষের বিশ্রাম নেয়ার অভ্যাস খুব একটা নেই। তাই দেশটিতে হয়ে গেলো ব্যতিক্রমী এক আয়োজন- স্বল্প ঘুমের প্রতিযোগিতা বা পাওয়ার ন্যাপ কনটেস্ট। শনিবার রাজধানী সিউলের হ্যান রিভার পার্কে অনুষ্ঠিত হয় ভিন্নধারার এ প্রতিযোগিতা। এ আয়োজনে অংশ নিয়েছিল প্রায় ১০০ জন প্রতিযোগী। প্রত্যেককে ঘুমাতে হয়েছে দেড় ঘণ্টা।

নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৪৫

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার জাবালিয়া শরণার্থী শিবির ও নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ৪৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন বহু মানুষ। ধ্বংসস্তুপের নিচে আটকা পড়েছেন অনেকে। অল্প সময়ের ব্যবধানে চালানো হামলায় এসব মানুষ নিহত হয়েছেন। খবর আল জাজিরার।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যমটির খবরে বলা হয়, জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে চালানো বিমান হামলায় অন্তত ২৮ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন কয়েক ডজন, যাদের মধ্যে অনেক নারী ও শিশু। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছেন কয়েক ডজন।
অন্যদিকে নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরে হামলায় অন্তত ১৭ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। সেখানেও আহত হয়েছেন কয়েক ডজন। ধ্বংসস্তূপের নিচে নিখোঁজ রয়েছেন অনেকে।
গত বছরের অক্টোবর মাসের ৭ তারিখে ইসরায়েলে এই দশকের সবচেয়ে বড় হামলা চালায় হামাস। এর পরপরই গাজায় বিমান হামলা ও স্থল হামলা শুরু করে ইসরায়েল।
আট মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা আগ্রাসনে এ পর্যন্ত ৩৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। আহত ৭৯ হাজার ছাড়িয়েছে। এ গণহত্যা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা।

ব্রেক ফেল করে গাড়ি খাদে, একই পরিবারের ১৪ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানে খাইবার-পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ব্রেক ফেল করে গাড়ি খাদে পড়ে একই পরিবারের ১৪ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো আটজন । রোববার (১৯ মে) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম দ্য নিউজ ইন্টারন্যাশনাল।
খুশাবের রেসকিউ ১১২২ ইমার্জেন্সি অফিসার ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ জানান, শনিবার একই পরিবারের ২৬ জন সদস্য বান্নু থেকে নওশেরা (খুশাব) যাওয়ার সময় ব্রেক ফেল করে ট্রাকটি ২০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়। এ ঘটনায় নারী, পুরুষ ও শিশুসহ একই পরিবারের ১৪ জন সদস্য নিহত হয়েছেন।
দ্য নিউজ ইন্টারন্যাশনাল বলছে, দুর্ঘটনায় আবদুল্লাহ, আসগর, ইব্রাহিম, মুহাম্মাদুল্লাহ, রিফাতুল্লাহ, কিফায়াতুল্লাহ, সুমেরা, আব্দুল রেহমান, আব্দুল এহসান, শাফকাতুল্লা, তাবরাইজ খান, শামস জাই, তাবরেজ, কুবলা খান এবং কাকিম খানসহ ওই পরিবারের ১৪ জন সদস্য নিহত হয়।
এছাড়া আব্দুল রশিদ, রাবিয়াসহ আরও ছয়জন আহত হয়। তাদের মধ্যে তিন জন শিশু। রেসকিউ ১১২২ সূত্র জানায়, দুই পুরুষ ও দুই নারীসহ চারজন সদস্য সামান্য আহত হয়েছেন এবং তাদের ঘটনাস্থলেই চিকিৎসা করা হয়েছে। মৃতদেহ ও আহতদের নওশেরার টিএইচকিউ হাসপাতাল ও জোহরাবাদের ডিএইচকিউ হাসপাতাল পাঠানো হয়েছে।

রোমানিয়ায় কার্গো জাহাজ ডুবি, চলছে অভিযান

আপনজন ডেস্ক: রোমানিয়ার উপকূলে কার্গো জাহাজ ডুবির ঘটনায় জাহাজে থাকা তিন সিরীয় নাবিকের খোঁজ পেতে কৃষ্ণ সাগরে অভিযান চালাচ্ছে দেশটির নৌবাহিনী। শনিবার সকালে 'মোহাম্মদ জেড' নামের বিশালাকৃতির এ জাহাজটি রোমানিয়ান শহর সান্ত জর্জে থেকে ২৬ নটিক্যাল মাইল দূরে ডুবে যায়। এক বিবৃতিতে রোমানিয়ার নৌবাহিনী জানায়, জাহাজটি তানজানিয়ার পতাকা নিয়ে চলছিল। ঐ সময় জাহাজটিতে ১১ জন ক্রু ছিলেন। যার মধ্যে নয়জন সিরিয়ার এবং দুজন মিসরের নাগরিক। তারা আরো জানায়, ভোর ৪টার দিকে দুর্ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরে ঘটনাস্থলে নৌ সেনা ও পুলিশ সদস্যদের পাঠানো হয়। ঐ সময় কাছাকাছি থাকা দুটি বাণিজ্যিক জাহাজও উদ্ধার অভিযানে অংশ নেয়।
রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরুর পর কৃষ্ণসাগরে অসংখ্য মাইন স্থাপন করা হয়েছে। যেগুলো বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য বড় হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষ্ণ সাগরের সঙ্গে সীমান্ত থাকা দেশগুলো মাইনগুলো সরাতে কাজ করছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১৩৬ সংখ্যা, ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ১১ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

সংকট

ইউক্রেন যুদ্ধের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের ভাষণে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, ‘এই যুদ্ধ আঞ্চলিক অস্থিরতা উসকাইয়া দিতেছে এবং সেই সঙ্গে বিশ্ব জুড়িয়া উত্তেজনা ও বিভেদ সৃষ্টি করিতেছে।’ ভাষণের শেষাংশে তিনি আহ্বান জানাইয়াছিলেন, ‘ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত থেকে সরিয়া আসার এখনই উপযুক্ত সময়। কারণ, যে কোনো ধরনের আত্মতুষ্টি সংকটকে আরো গভীর করিয়া তুলিবে।’ জাতিসংঘ মহসচিবের সেই ভবিতব্যের মর্মকথা আমরা আজ অনুধাবন করিতেছি প্রতিটি মুহূর্ত! বিশ্ব আজ এক গভীর সংকটে নিপতিত। যুদ্ধ চলিতেছে ইউরোপের মাটিতে। সংঘাতের আগুনে পুড়িতেছে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল। আত্মতুষ্টির বশবর্তী হইয়া প্রতিপক্ষের উপর প্রথম আঘাত হানিয়া সংকট ডাকিয়া আনিল কোন পক্ষ—ইহা পুরাতন, অমীমাংসিত ও তর্কসাপেক্ষ বিষয়। তবে বৃহত্তর সংঘাতের ঘেরাটোপে পড়িয়া সমগ্র বিশ্ব যে কাহিল হইতে কাহিলতর হইয়া উঠিতেছে, ইহাই আজিকার দিনের বাস্তবতা।
ইউক্রেনে হামলা বাড়াইয়াছে রাশিয়া। এই যুদ্ধ কখন, কীভাবে শেষ হইবে, তাহা কাহারো জানা নাই! বরং দুই বত্সরেরও অধিক সময় ধরিয়া চলিতে থাকা এই যুদ্ধ পক্ষগুলিকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়া দিয়াছে। ইহার অভিঘাতে বিশ্বব্যাপী যেই অর্থনৈতিক সংকটের অবতারণা ঘটে, তাহা হইতে উত্তরণ তো ঘটেই নাই, উপরন্তু আরম্ভ হইল নূতন সংকট—ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ। ঘটনা এইখানেই থামিয়া থাকে নাই, গাজা যুদ্ধের পটভূমিতে বিশ্ব নূতন করিয়া প্রবেশ করিয়াছে দুই চিরশত্রু ইরান ও ইসরাইলের সংঘাতের যুগে। দুশ্চিন্তা মূলত এইখানেই! কারণ, বিশ্বরাজনীতি ও অর্থনীতিতে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে মধ্যপ্রাচ্য। এই অঞ্চলে অস্থিরতা শুরু হওয়ার অর্থ হইল সমগ্র পৃথিবীতে তাহার ঢেউ আছড়াইয়া পড়া। বিশেষত মধ্যপ্রাচ্য অস্থিতিশীল হইয়া উঠিলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানিসংকট তীব্রতর হইয়া উঠিবে।
আমরা লক্ষ করিয়াছি, ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সুয়েজ খালে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে লক্ষ্য করিয়া ইরান-সমর্থিত ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা হামলা শুরু করিলে এই রুটে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বেশ শ্লথ হইয়া পড়ে। ঠিক এমন একটি পরিস্থিতিতে শুরু হইয়াছে ইরান ও ইসরাইলের মধ্যে হামলা-পালটা হামলার ঘটনা। ইরানের হামলার জবাবে ইসরাইল পালটা হামলা চালাইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। যদিও এই লেখা পর্যন্ত হামলার বিষয়ে ইসরাইলকে দোষারোপ করে নাই ইরান। আমরা জানি, তেহরানে হামলা না চালাইবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তেল আবিবকে নিষেধ করা হইয়াছে। ইহার পরও যদি ইসরাইল হামলা করিয়া বসে, তাহা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। বিশ্লেষকরা বলিতেছেন, এই দুই পরাশক্তির দ্বন্দ্ব আরো বিস্তৃত হইলে হরমুজ প্রণালি অবরুদ্ধ করিয়া দিতে পারে তেহরান। বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহের অন্যতম এই রুট দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কবলে পড়িলে গোটা পৃথিবীতে তৈল-গ্যাসের কী ধরনের আকাল শুরু হইবে, অতীতে সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইয়াছি আমরা। ইহার ফলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেল ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির কারণে সকল ধরনের ব্যবসার খরচ কয়েক গুণ বাড়িয়া যাইবে। ব্যাহত হইবে পণ্য আমদানি-রপ্তানি। দেশে দেশে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাইয়া নানামুখী সংকটে নিমজ্জিত হইবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি। যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট মূল্যস্ফীতির পুনরুদ্ধারও হইয়া উঠিবে কঠিনতর।
মনে রাখিতে হইবে, এই বত্সর বিশ্বের জন্য নির্বাচনের বত্সর। বিশ্বের সর্ববৃহত্ গণতন্ত্র ভারতে নির্বাচন শুরু হইয়াছে ১৮ এপ্রিল। বত্সরের শেষের দিকে ভোট অনুষ্ঠিত হইবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এই সকল নির্বাচন গণতান্ত্রিক বিশ্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি ইহাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নাকাল হইয়া পড়িতেছে বিশ্ব। জীবন ও জীবিকাকে বিষাইয়া তুলিতেছে চরম ভাবাপন্ন আবহাওয়া। এহেন পরিস্থিতির মধ্যে যুদ্ধ-সংঘাতের পথ ধরিয়া নূতন কোনো সংকটের আবির্ভাব আদৌ প্রত্যাশিত নহে। রাজনীতি ও জলবায়ু—এই দুই ক্ষেত্রেই বর্তমানে যেই উত্তপ্ত ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা হইতে উত্তরণের একটিমাত্র রাস্তা খোলা আছে—আলোচনা ও সমঝোতা। যুদ্ধের ময়দানে নহে, বৈশ্বিক সংকটের সমাধান হউক আলোচনার টেবিলে।

মোহাম্মদ বিন সালমানের স্বপ্ন চুরমার করে দিয়েছে গাজা যুদ্ধ

একসময় আশা করা হতো সৌদি আরব সাধারণভাবে আরব বিশ্বের এবং নির্দিষ্ট করে উপসাগরীয় দেশগুলোকে নেতৃত্ব দিয়ে ফিলিস্তিন-সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধান করবে। কিন্তু সেই আশা এখন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সাত মাস ধরে ইসরায়েলের গণহত্যায় ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সৌদি আরবের দ্বিধাগ্রস্ত ও আন্তরিকতাশূন্য সমর্থন এটা দেখিয়ে দিল যে গাজা যুদ্ধে সৌদি আরব আর বাস্তবে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় নেই। লিখেছেন **মাদালি আল-রাশিদ..**

একসময় আশা করা হতো সৌদি আরব সাধারণভাবে আরব বিশ্বের এবং নির্দিষ্ট করে উপসাগরীয় দেশগুলোকে নেতৃত্ব দিয়ে ফিলিস্তিন-সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধান করবে। কিন্তু সেই আশা এখন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সাত মাস ধরে ইসরায়েলের গণহত্যায় ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সৌদি আরবের দ্বিধাগ্রস্ত ও আন্তরিকতাশূন্য সমর্থন এটা দেখিয়ে দিল যে গাজা যুদ্ধে সৌদি আরব আর বাস্তবে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় নেই। এ যুদ্ধে ইসরায়েল তো তার প্রভু যুক্তরাষ্ট্রের কথা শুনছেই না, সেখানে উপসাগরীয় ধনী ও বন্ধু প্রতিবেশীদের কথা শোনার তো কোনো কারণই নেই। ইসরায়েলের গাজা যুদ্ধ ফিলিস্তিন-সংকটে সৌদি আরবের অভিভাবকত্ব করার ভূমিকাটি সত্যি সত্যি শেষ করে দিয়েছে।
ইসরায়েল ও হামাসের সঙ্গে যেখানে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কাতারের যোগাযোগের ঘনিষ্ঠ পথ রয়েছে, সেখানে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের নেতৃত্বে সৌদি আরবের এ রকম বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল অবস্থানের পেছনে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ তো রয়েছে। আর সেই কারণটি হলো, সৌদি আরবের নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ।
ইসরায়েলকে আর গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে দেওয়া যায় না। এ অভিযানে ৩৫ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ২০ লাখের বেশি মানুষের ঘরবাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। ফিলিস্তিনিদের জন্য এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের এ সময়টাতে আরব ও মুসলিম দেশগুলো ত্রাণ সংগ্রহ ও সেটা বিজ্ঞাপন প্রচারে ব্যস্ত থাকতে পারে না।
সৌদি আরব তার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে ঘনিষ্ঠ মিত্রের জায়গায় রাখতে চায়। ফিলিস্তিনিদের ভদ্রস্থ জীবনযাপন ও দখলদারি থেকে মুক্তি চাইলে সেটা অর্জন হওয়ার নয়।
কিন্তু ফিলিস্তিনিদের দুর্বিষহ দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে রেখে যুবরাজ সালমান সৌদি আরবের জাতীয় স্বার্থে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে পারেন না।
মোহাম্মদ বিন সালমান স্বপ্ন দেখেছিলেন, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক পরিপূর্ণভাবে স্বাভাবিক করার বিনিময়ে ‘আয়রন ডোম’ পাবে। ২০১৯ সালে সৌদি আরবের তেলের মজুত আছে, এমন দুটি স্থাপনায় হামলা করে হুতিরা। এই হামলা ঠেকাতে ট্রাম্প প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। সেই স্মৃতি এখনো সৌদি যুবরাজকে অবশ্যই তাড়া করে ফেরে।
এর পর থেকে যুবরাজ সালমান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌদি আরবের একটি নিখাঁদ নিরাপত্তা চুক্তি করার প্রাণান্ত চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু সেটা এখন পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। গাজায় ইসরায়েলি সেনারা ফিলিস্তিনিদের এখন যেভাবে কচুকাটা করে চলেছে, তাতে করে আলাপ-আলোচনাটি শুধু স্থগিত করে রাখতেই হচ্ছে না, বাস্তবে সেটা আরও বেশি কঠিন হয়ে পড়েছে।
গাজায় যুদ্ধবিরতির ক্ষেত্রে সৌদি আরব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে, সেটা মোটেই বিস্ময়কর ঘটনা নয়। দেশটির নেতৃত্ব এখন আর বিদেশের বিষয়াদিতে নেতৃত্ব দেওয়ার মাধ্যমে বৈধতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না, এখন তাঁরা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মূল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখছেন।
আরব বিশ্বের নেতৃত্ব দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে সৌদি আরব সরে এসেছে; তার কারণ হলো মোহাম্মদ বিন সালমান তাঁর দেশে নিজের নেতৃত্ব নিয়ে উদ্বিগ্ন। ৭ অক্টোবরের (হামাস ইসরায়েলে হামলা চালায়) মাত্র এক সপ্তাহ আগে সৌদি যুবরাজ ফক্স নিউজকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন তাঁরা।
কিন্তু সাত মাস পর দেখা যাচ্ছে, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রীতিমতো বেকায়দায় পড়তে হয়েছে সৌদি যুবরাজকে। এর কারণ হচ্ছে, সাম্প্রতিক এক জরিপ বলছে, ৯৬ শতাংশ সৌদি নাগরিক ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিরোধিতা করেছেন।
সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এখন এই ধারণা প্রচারে ব্যস্ত যে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে সৌদি আরবের বাধ্যবাধকতা নেই কিংবা তাড়া নেই।
সৌদি আরব সম্প্রতি বাইডেন প্রশাসনের কাছে জানিয়েছে যে ‘১৯৬৭ সালের সীমান্তের ভিত্তিতে স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের এবং পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানীর স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত এবং গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধ না হওয়া এবং সেখান থেকে সব দখলদার সেনা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত ইসরায়েলের সঙ্গে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্কে যাবে না সৌদি আরব’।

ইসরায়েলকে আর গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে দেওয়া যায় না। এ অভিযানে ৩৫ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ২০ লাখের বেশি মানুষের ঘরবাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। ফিলিস্তিনিদের জন্য এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের এ সময়টাতে আরব ও মুসলিম দেশগুলো ত্রাণ সংগ্রহ ও সেটা বিজ্ঞাপন প্রচারে ব্যস্ত থাকতে পারে না।

এ ধরনের বাগাড়ম্বরের পুনরাবৃত্তি প্রথায় পরিণত করেছে সৌদি আরব। কিন্তু সন্দেহ আছে যে এই বাগাড়ম্বর সংখ্যাগরিষ্ঠ সৌদি জনগণকে কিংবা ফিলিস্তিনিদের আশ্বস্ত করছে কি না।
অন্যদিকে ফিলিস্তিনিদের জন্য অনুদান সংগ্রহের প্রচেষ্টাটি রাজনৈতিক রঙে চাপা পড়তে বসেছে। মুখ রক্ষার মরিয়া প্রচেষ্টা হিসেবে গাজার জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ নেয় সৌদি আরব। সাহেম নামে এই উদ্যোগে ১৮০ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ সংগ্রহ করা হয়। সাহেমের ওয়েবসাইটে দাতাদের নাম প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কোনো রাখঢাক করা হচ্ছে না। এ তালিকায় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল কোম্পানি অ্যারামকোও রয়েছে।
খেজুর থেকে শুরু করে চিকিৎসার জন্য কী কী ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে, সেসবের তালিকা সাহেমের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে।
শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় দাতব্যকাজ অবিস্মরণীয় প্রোপাগান্ডায় রূপান্তরিত হয়েছে। এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে গাজার জন্য বিশাল মানবিক সহায়তা দরকার। সেটা জরুরি। সে কারণে এ ধরনের সহযোগিতার উদ্যোগ খুব প্রশংসনীয়ও। কিন্তু ত্রাণ কার্যক্রম নিয়ে সৌদি আরবের প্রোপাগান্ডা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে যে বাস্তবে রাজনৈতিক উদ্যোগ দরকার তার বিকল্প হতে পারে না।
ইসরায়েলকে আর গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে দেওয়া যায় না। এ অভিযানে ৩৫ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ২০ লাখের বেশি মানুষের ঘরবাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। ফিলিস্তিনিদের জন্য এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের এ সময়টাতে আরব ও মুসলিম দেশগুলো ত্রাণ সংগ্রহ ও সেটা বিজ্ঞাপন প্রচারে ব্যস্ত থাকতে পারে না।
অন্য অনেক রাষ্ট্রের মতো সৌদি আরবও ত্রাণ ও মানবিক কাজের দৌড়ে ঢুকে পড়েছে। এটা সৌদি আরবের রাজনৈতিক অক্ষমতা তারই বহিঃপ্রকাশ।
সৌদি আরবের জাতীয় স্বার্থ আরব প্রতিবেশের মধ্যেই নিহিত, ইসরায়েলের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক যা সমস্ত শান্তিকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে, অবশ্যই তার মধ্যে নয়।

মাদালি আল-রাশিদ, লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের মধ্যপ্রাচ্য ইনস্টিটিউটের ভিজিটিং প্রফেসর
আরব নিউজ থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

মায়নমার সীমান্ত বন্ধ হলে সশস্ত্র আন্দোলনের হুমকি মিজোরামের সংগঠন জোরোর

আপনজন ডেস্ক: ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মিজোরাম রাজ্যে জোমি সম্প্রদায়ের রিউনিফিকেশন বা পুনরেকত্রীকরণের জন্য গঠিত সংগঠন জো রিউনিফিকেশন অর্গানাইজেশন (জোরো) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের, বিশেষত মিজোরামের সঙ্গে মায়নমারের সীমান্তে বেড়া দেওয়ার এবং দুই দেশের মধ্যে অবাধ চলাচল বন্ধের ঘোর বিরোধিতা করেছে। জোরোর সাধারণ সম্পাদক এল রামদিনলিয়ানা সম্প্রতি মিজোরামে বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার সীমান্তে প্রস্তাবিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করলে রাজ্যের তরুণদের আবার অস্ত্র হাতে নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকবে না। এই প্রথম উত্তর-পূর্ব ভারতের কোনো সামাজিক সংগঠন মায়নমার-মিজোরাম সীমান্তে বেড়া দেওয়ার বিরোধিতা করে কেন্দ্রীয় সরকারকে সরাসরি অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার হুমকি দিল। মায়নমার সীমান্ত লাগোয়া মিজোরামের চাম্পাই জেলায় গত শুক্রবার এক জনসভায় জোরোর সম্পাদক রামদিনলিয়ানা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যদি সীমান্তে বেড়া দেওয়ার এবং এফএমআর (ফ্রি মুভমেন্ট রেজিম বা অবাধ চলাচল) প্রত্যাহারের পরিকল্পনা অব্যাহত রাখে, তবে এ অঞ্চলের তরুণদের আবার অস্ত্র হাতে নেওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকবে না।
মিজোরামের রাজধানী আইজলভিত্তিক গোষ্ঠী জোরো, যারা ভারত, বাংলাদেশ ও মায়নমারের সব চিন-কুকি-মিজো-জোমি উপজাতিদের একটি প্রশাসনের অধীন এনে পুনরেকত্রীকরণ করাতে চায়। জোরো সম্পাদকের এই হুমকি ভারতের নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগের। কারণ, মিজোরামে দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্নতাবাদী ও স্বাধীনতাকামী সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে। ১৯৬৬ সালে মিজো জাতীয়তাবাদী সংগঠন মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট পৃথক ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবিতে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। ভারতের বাহিনীর সঙ্গে ন্যাশনাল ফ্রন্টের একাধিক স্থানে প্রায় ২০ বছর ধরে লড়াই চলে। দুই পক্ষেই অসংখ্য মানুষ, বিশেষত মিজোরামের গ্রামীণ আদিবাসী মারা যান।

বিজেপির ফের ক্ষমতায় আসা নিয়ে চরম সংশয়

এম সাখাওয়াত হোসেন

ভারতের ১৮তম লোকসভা নির্বাচন ১৯ এপ্রিল শুরু হয়েছে। সাত ধাপের এ নির্বাচন শেষ হবে ১ জুন। ফলাফল জানা যাবে ৪ জুন। এ নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে ইভিএমে সম্পন্ন হচ্ছে। ভোটার প্রায় ৯৭ কোটি। নির্বাচন হচ্ছে ৫৪৫টি আসনের ৫৪৩টিতে।
সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে হলে একটি দলকে অথবা জোটকে ন্যূনতম ২৭২টি আসন পেতে হবে। নির্বাচনের বাজেট ধরা হয়েছে ১ হাজার ৪৪০ কোটি টাকা। ভোট গ্রহণ হচ্ছে প্রায় ১০ লাখ ৫০ হাজার কেন্দ্রে।
রাজ্যভিত্তিক অনেক দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকলেও নির্বাচনের মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে ক্ষমতাসীন বিজেপি, তাদের জোট এনডিএ (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স) এবং প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস ও তাদের জোট আইএনডিএ বা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্সের মধ্যে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে নরেন্দ্র মোদি তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দাবিদার। অন্যদিকে বিরোধীরাও ভালো করার আশাবাদী।
বিজেপি ও এনডিএ ৪০০ আসনে জয়ী হতে সব ধরনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, বিজেপি জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাও পেতে পারে। এরই মধ্যে বিজেপি তার হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডা সামনে রেখে সংবিধান পরিবর্তন করে ভারতকে ‘হিন্দু রাষ্ট্রে’ পরিবর্তনের ঘোষণা দেওয়ায় দেশটির ধর্মনিরপেক্ষপন্থীরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।
বিজেপি এবারের নির্বাচনী প্রচারণায় প্রথমে বাবরি মসজিদের জায়গায় রামমন্দির নির্মাণের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মীয় অনুভূতি কাজে লাগাতে চেয়েছিল। তবে রামমন্দির নির্মাণের আগে যে উন্মাদনার কথা শোনা গিয়েছিল, মন্দির উদ্বোধনের পর সেটা দেখা যায়নি। ভারতের একজন বিখ্যাত বিশ্লেষকের মতে, ভগবান রামের যে প্রভাব হিন্দিভাষী অঞ্চলে (উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা ও গুজরাট) রয়েছে, অন্যান্য অঞ্চলে তেমনটা নেই। বিষয়টি সরকারি দল ও জোটকে ভাবিয়ে তুলেছে। এ কারণেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজস্থানে এক সমাবেশে সরাসরি সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন। এর আগে ভারতের কোনো প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে এমনটি দেখা যায়নি। শুধু তা-ই নয়, ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত আম্বানি ও আদানিকে নিয়েও তিনি নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। নরেন্দ্র মোদির এসব বক্তব্য নিয়ে ভারতে এখন তোলপাড়। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, চতুর্থ দফা নির্বাচনের পর বিজেপি ও জোটের মধ্যে কিছুটা অস্থিরতা লক্ষণীয়। যেহেতু এবার গত নির্বাচনের মতো জাতীয়তাবাদের চেতনা, পুলওয়ামার মতো ঘটনা, পাকিস্তানবিরোধী অ্যাজেন্ডা নেই, তাই অন্যান্য ব্যর্থতা ঢাকতে ধর্মীয় কার্ড ব্যবহার করতে হচ্ছে।
ভারতে গত ১০ বছরের মোদি সরকারের শাসনামলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভ্রান্ত ধারণা, শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে বেকারত্ব বৃদ্ধি, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, টাকার নিম্নমুখী মান এবং করোনাকালের অব্যবস্থাপনা—সবই প্রকট হয়ে উঠেছে। এসব জাতীয় ইস্যুকে পাশ কাটিয়ে বিজেপি ধর্মান্ধতা ও হিন্দুত্ববাদের বিষয়টিতেই জোর দিচ্ছে। মোদি সরকারের এ প্রয়াসে বলিউডের কিছু নির্মাতা যোগ দিয়েছেন, কিন্তু এসব চলচ্চিত্র সাধারণ মানুষের মধ্যে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি।
সব মিলিয়ে মনে হতে পারে, সরকারি দল বিজেপি আবার ক্ষমতায় আসবে। এ নিয়ে প্রচার করা হলেও তাদের ক্ষমতায় ফিরে আসা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। চতুর্থ দফা ভোট গ্রহণ পর্যন্ত আসা বিভিন্ন অভিযোগের কারণে স্পষ্ট হচ্ছে, এবার ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থায় যথেষ্ট ব্যত্যয় ঘটছে। উদার গণতান্ত্রিক দেশের সূচকে ভারতের অবস্থান ১০৪তম। ভারত পড়েছে ‘নির্বাচনভিত্তিক স্বৈরতন্ত্র’ বিভাগে। ভারতের এ অবস্থা গণতান্ত্রিক বিশ্বের জন্য উদ্বেগজনক।

এবারের নির্বাচন যেভাবে ক্ষমতাসীন দল বিজেপি নিজেদের অনুকূলে আনার চেষ্টায় নির্বাচনী আইন ও মডেল কোড অব কন্ডাক্ট ভঙ্গ করে চলেছে। এর বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ নির্বাচন কমিশনে জমা পড়লেও কমিশনকে তেমন তৎপর হতে দেখা যাচ্ছে না। বিজেপির প্রার্থীদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বক্তব্যের অভিযোগ করা হলেও দলটির প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে বিজেপির প্রধানকে দায়সারা চিঠি দিয়ে নির্বাচন কমিশন বেশ বিতর্কিত হচ্ছে।
পর্যবেক্ষকদের মতে, বিগত দিনগুলোয় ক্ষমতাসীনেরা যেভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে চেপে ধরেছে, তাতে ভারতের বিচারালয় থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশনও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। বিশেষ করে নির্বাচন কমিশনে দুজন কমিশনারের নিয়োগের ক্ষেত্রে আইনের ফাঁকফোকর ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে করা হয়।
অন্যদিকে সরকার কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো, যেমন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), আয়কর বিভাগ, গোয়েন্দা সংস্থা ইত্যাদিকে সরকারবিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে বলে দৃশ্যমান অভিযোগ রয়েছে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, আম আদমি পার্টির অনেক নেতাকে গ্রেপ্তার ও জেলে পাঠানো আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এনডিএ জোটে যোগ দেওয়ার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। কেজরিওয়ালের কিছু কর্মকাণ্ড নিয়ে বিতর্ক থাকলেও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠিত হয়নি। নিম্ন আদালত তাঁকে জামিন দেননি। ৫০ দিন জেলে থাকার পর সুপ্রিম কোর্ট থেকে তিনি জামিন পান। শুধু কেজরিওয়ালই নন, বিরোধী আরও অনেক নেতার বিরুদ্ধে এমনটি দেখা যায়। অনেক জায়গায় ভয়ভীতি দেখিয়ে অথবা সামান্য কারণে মনোনয়নপত্র বাতিলের অভিযোগও রয়েছে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে। সুরাটের একটি আসনে বিভিন্ন অভিযোগে প্রধান বিরোধী দলের প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ও বিভিন্ন কারণে অন্যদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের কারণে আসনটিতে বিজেপি প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন সমালোচনার মুখে পড়েছে। অরুণাচলের ৬০ আসনবিশিষ্ট রাজ্য সংসদে ১০ জন বিজেপি প্রার্থী বিরোধীদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার বা বাতিল হওয়ার কারণে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। ভারতে আগের কোনো নির্বাচনে এমন ঘটনা বিরল।
এ ধরনের বহু অভিযোগ রয়েছে, যার সিংহভাগ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপের ভোটের হার প্রকাশ নিয়েও জোর সমালোচনা চলছে। তৃতীয় ধাপে পর্যবেক্ষক, নাগরিক সমাজ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুরোধ ও আপিল সত্ত্বেও বৈধ ভোটার ও ভোটারের সংখ্যা প্রকাশ করেনি বা করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেনি তারা। নির্বাচন কমিশনের এসব কার্যকলাপকে খুব ভালোভাবে গ্রহণ করছে না সংশ্লিষ্টরা। অভিযোগ অব্যাহত রয়েছে যে কিছু কিছু জায়গায় সংখ্যালঘু ভোটারদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
এবার ভারতের নির্বাচনে দুর্নীতি একটি প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে ‘ইলেকটোরাল বন্ড’ ইস্যু প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে। এর মারফত অজ্ঞাত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে বিশাল অঙ্কের অর্থ রাজনৈতিক দলকে অনুদান দেওয়া হয়েছে। এ অনুদানের (প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা) মধ্যে শীর্ষে রয়েছে বিজেপি। তৃতীয় স্থানে কংগ্রেস, ১ হাজার ৩০০ কোটি টাকার বেশি। অবশ্য কর বিভাগ অনাদায়ি করের অজুহাতে কংগ্রেসসহ কয়েকটি বিরোধী দলের তহবিল অকার্যকর করে রেখেছে। এবার ভারতের প্রচারমাধ্যমও অনেক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে।
সব মিলিয়ে মনে হতে পারে, সরকারি দল বিজেপি আবার ক্ষমতায় আসবে। কিন্তু একক শক্তি হওয়া নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। চতুর্থ দফা ভোট গ্রহণ পর্যন্ত আসা বিভিন্ন অভিযোগের কারণে স্পষ্ট হচ্ছে, এবার ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থায় যথেষ্ট ব্যত্যয় ঘটছে। উদার গণতান্ত্রিক দেশের সূচকে ভারতের অবস্থান ১০৪তম। ভারত পড়েছে ‘নির্বাচনভিত্তিক স্বৈরতন্ত্র’ বিভাগে। ভারতের এ অবস্থা গণতান্ত্রিক বিশ্বের জন্য উদ্বেগজনক।
আসলে এবারের নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গদি মিডিয়া আগের থেকে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে শুরু করেছে। আগে যেবাবে মোদিকে তারা নম্বার দিত এবার তা থেকে ক্রমশ সরে আসছে। তাই বিজেপির ফের ক্ষমতায় আসা নিয়ে সঙশয় হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রথম নজর

উদার আকাশ-এর নজরুল স্মৃতি পুরস্কার পেলেন আবু সাঈদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে উদার আকাশ প্রকাশন ও পত্রিকার উদ্যোগে দুই বাংলায় সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান, নজরুল-চর্চা, তাঁর সাম্যবাদী চিন্তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রসার করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়া এমন ব্যক্তি, সংগঠক বা সংগঠনকে প্রথমবারের মতো 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি পুরস্কার ২০২৪' প্রদান করা হল। রোববার, বিকেল ৩.৩০টায় কলকাতার উল্টোডাঙার বিধাননগর রোডের ইকমার্ড (আইসিএমএআরডি) বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলায়, রুম নং ২০১, নবীন হলে উদার আকাশ প্রকাশন ও পত্রিকা এই পুরস্কার প্রদান করে। প্রথমবার পুরস্কার পেলেন বাংলাদেশের লেখক, গবেষক, নজরুল-সংগঠক, সম্পাদক ও প্রকাশক আবু সাঈদ।

পুরস্কার তুলে দিলেন সাবেক সাংসদ ও লেখক ড. মইনুল হাসান, এমদাদুল হক নূর এবং উদার আকাশ পত্রিকা ও উদার আকাশ প্রকাশনের সম্পাদক ফারুক আহমেদ।

'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি পুরস্কার ২০২৪' সম্পর্কে উদার আকাশ প্রকাশন ও পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদ বলেন, "দুই বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির সেবায় কাজী নজরুল ইসলাম গবেষণায় অনন্য নিদর্শনের জন্য আবু সাঈদকে বিদ্রোহী কবির নামে স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করতে পেরে আমরা গর্বিত।"

অনুষ্ঠানে মানপত্রটি পাঠ করে শোনান অধ্যাপক ড. মহ. আসিফ ইকবাল। এছাড়া পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, নজরুল গবেষক, কথাশিল্পী, সংগীতশিল্পী ও নজরুল অনুরাগীরা। উদার আকাশের পক্ষ থেকে আবু সাঈদকে স্মৃতিফলক প্রদান করলেন কাজী নজরুল ইসলাম পরিবারের সদস্য নূপুর কাজী। পুরস্কার প্রদানের পর সংগীত পরিবেশন করলেন ছায়ানট (কলকাতা)-এর সভাপতি ও নজরুলসংগীত শিল্পী সোমঋতা মল্লিক। কাজী নজরুল ইসলাম-এর কবিতা আবৃত্তি করলেন সুব্রতা ঘোষ রায়, অরণ্য স্পন্দন ভদ্র, তিস্তা দে, ইন্দ্রাণী লাহিড়ী, সুকন্যা রায়, দেবযানী বিশ্বাস, মনিরুল ইসলাম, মহ. হাসানুজ্জামান, জাকির হোসেন, শাহজাহান শাজু প্রমুখ।

অসমে হলে দশ মিনিটে শাহজাহানকে বুঝে নিতাম: হেমন্ত বিশ্বশর্মা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গে তুষ্টিকরণের রাজনীতি চলছে। এছাড়া মমতা ব্যানার্জির রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রমকে নিয়ে মন্তব্য সহ একাধিক বিষয় তুলে ধরে কটাক্ষ করেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি বলেন, আজ মমতা ব্যানার্জির সরকারের আমলে সন্দেশখালির শাহজাহানের মতো লোক তৈরি হচ্ছে। যদি আসামে এটা হতো তাহলে ১০ মিনিটে শাহজাহানকে বুঝে নিতাম। এমন ব্যবস্থা নিতাম আর কোন শাহজাহান জন্ম নিত না। রবিবার বিকেলে বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের অশোকনগরের গুমা স্টেশনে এলাকায় একটি জনসভায় অংশগ্রহণ করে এই ভাষাতেই আক্রমণ শানান হেমন্ত।

কবি আসর ও স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: শুক্রবার মালদহ জেলার সুজাপুর নয় মৌজা সুবহানিয়া হাই মাদ্রাসায় দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে গেল "বিদ্যা বিকাশায়ন পত্রিকা"র উদ্যোগে কবি আসর ও স্মরণ সভা। এই জমজমাট অনুষ্ঠানে সদ্য প্রয়াত কবিদের জন্য এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। তারপর মোহাম্মাদ আলিউল হক সম্পাদিত বিদ্যা বিকাশায়ন পত্রিকার উৎসব সংখ্যা তথা চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়।সেই সঙ্গে কবি আলিউল হক বিরচিত "তুমি নেই বলতে নেই" এই স্মরণিকা পুস্তিকাটিও প্রকাশ করা হয়। এর পর উপস্থিত সাহিত্যিক গণ নিজস্ব কবিতা গান গজল পরিবেশন করেন।চলে বক্তৃতা ও আলোচনা। বিশিষ্ট কবি ও সংগঠক বিনয় কৃষ্ণ বোস এই

সভায় সভাপতিত্ব করেন। এছাড়াও ছিলেন এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান আবদুল অহাব , ওয়াহিদুজ্জামান বাবু, ফিরোজ সরকার মুন্না, নজরুল ইসলাম, আবু রাইহান, নাজমুস সাহাদাত, মোঃ আনুয়ার আলি, আবদুল মালেক, আবুল কালাম আজাদ, নাসিমুদ্দিন হক, ডাঃ মনোয়ার হোসেন, মৈত্রেয়ী দত্ত, মেহেবুবা খাতুন, তুলি খাতুন, মোঃ কারিমুল্লাহ, এম আনোয়ারুল হক, আমরিন বারি,আব্দুর রাউফ, মোঃ জিয়াউল হক, আনিকুল আলম, বিশ্বজিৎ সাঠিয়ার, রেজাউল করিম, হান্নানুল মুহাজ্জেরিন, সুগার আলি বিশ্বাস, আকবর আলি বিশ্বাস, মোঃ নুরুল ইসলাম প্রমুখ।

অধীর চৌধুরিকে 'ছোট মোদি' বলে কটাক্ষ বিধায়ক নওশাদের

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● গড়বেতা

আপনজন: কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে ছোট মোদি বলে কটাক্ষ করেন ভাঙড় বিধানসভার বিধায়ক তথা আইএসএফের চেয়ারম্যান পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকী। শনিবার ঝাড়গ্রাম লোকসভার পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতাতে তার একটি জনসভা থেকে এমনই মন্তব্য করে বসেন।

উল্লেখ্য জোট নিয়ে প্রশ্ন করতেই তেলে বেগুনে হয়ে ওঠেন নওশাদ সিদ্দিকী।

এদিন বিকেলে আদিবাসী আবেগ উস্কে ঝাড়গ্রামে দলের প্রার্থী অধ্যাপক বাপি সরেনের প্রচার করলেন আইএসএফ চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী। শনিবার বিকেলে গড়বেতা হাইস্কুল মাঠের সভায় তাঁর বার্তা, ঝাড়গ্রাম এসটি সংরক্ষিত আসন। এখানে পিছিয়ে পড়া মানুষের বাস বেশি। অথচ এখানকার আদিবাসীদের উন্নয়ন তো হয়ইনি, বরং হাতির হানায়

মৃত্যু হচ্ছে বারেবারে।

এদিন নওশাদের বক্তব্যে একাধিকবার আদিবাসী উন্নয়নের কথা।

নওসাদের দাবি, ঝাড়গ্রামের এসসি- এসটি হস্টেলগুলো বন্ধ। আদিবাসী ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে পারছে না।

তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর কথা কোথায় মিল হচ্ছে মাননীয়া বলেন যে জঙ্গলমহল হাসছে কোথায় হাসছে আমি তো দেখছি কাঁদছে।

তিনি বিজেপিকেও খোঁচা দিতে ছাড়লেন না তিনি বলেন একজন এমপি পাঁচ বছরে ২৫ কোটি টাকা উন্নয়নের জন্য পায়। বিজেপি প্রচারে এলে প্রশ্ন করুন কোথায় কোন খাতে উন্নয়ন করেছে হিসাব দিতে।

এদিন গড়বেতার সভায় লোক না হওয়ার দায়ভার শাসকের উপরই চাপান। তিনি বলেন আইএসএফের সমর্থকদের আসতে দেয়নি শাসকদল।

সুন্দরবনে চোরাশিকারিদের হাতে প্রাণ গেল এক বন কর্মীর

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সুন্দরবন

আপনজন: সুন্দরবনে চোরাশিকারিদের আক্রমন বেড়ে চলেছে। আর এবারে সুন্দরবনের জঙ্গলে ব্যাপক গুলির লড়াই চললো।আর এই চোরাশিকারিদের হাতে খুন হলো বনদপ্তরের এক কর্মী। শনিবার রাতে বোট নিয়ে জঙ্গল সংলগ্ন নদীতে টহল দেওয়ার সময় হরিণ শিকারীদের মুখোমুখি হন বন কর্মীরা।তখনই দুষ্কৃতীরা গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বন দপ্তরের এক কর্মীর। তাঁর মাথায় কুড়ুলের আঘাতের চিহ্নও রয়েছে।বন দপ্তর ও পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত বন কর্মীর নাম অমলেন্দু হালদার (৫৯)। তিনি রায়দিঘির বাসিন্দা।জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধেয় বোট নিয়ে বের হয়ে ছিলেন অমলেন্দু বাবু। সঙ্গে ছিলেন আর ও তিনজন কর্মী ও বোটের ২ কর্মী। সুন্দরবনের বিদ্যা রেঞ্জ অফিসের অধীনে নেতাধোপানি ক্যাম্প এলাকার জঙ্গলে হরিণ শিকারিরা তাঁদের মুখোমুখি পড়ে যায় বলে খবর। তখনই দুপক্ষের মধ্যে ব্যাপক গুলির লড়াই হয়। চোরা শিকারিদের ছোঁড়া গুলি লাগে অমলেন্দুবাবুর শরীরে। যদিও পরে তাঁকে কোপানো হয় বলেও মনে করা হচ্ছে। কারণ তাঁর মাথায় কুড়ুলের গভীর ক্ষতচিহ্ন

রয়েছে।রবিবার দেহ উদ্ধার করে সুন্দরবন কোস্টাল থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।রবিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। শনিবার সন্ধের এই ঘটনার পর থেকে খোঁজ ছিল না অমলেন্দু বাবুর সঙ্গীদের। তবে এদিন সকালে তাঁরা সকলেই ক্যাম্পে ফিরে এসেছেন।

এই ঘটনার পর বন কর্মীদের সমস্ত ছুটি বাতিল করা হয়েছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজে জঙ্গলে শুরু হয়েছে তল্লাশি। নেতাধোপানি ক্যাম্প থেকে বাংলাদেশ সীমান্তের দূরত্ব বেশি নয়। ফলে চোরাশিকারিরা আদপে বাংলাদেশের জলদস্যু ছিল কিনা, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনা প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) দেবল রায় বলেন, "আমাদের একজন কর্মী মারা গিয়েছেন। বাকিরা সুরক্ষিত ভাবে ফিরে এসেছেন।বিষয়টির সঙ্গে বাংলাদেশি জলদস্যু নাকি অন্য কেউ জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুর্গম এলাকায় ঘটনাটি ঘটায় তদন্তে সময় লাগছে।"আর এই ঘটনায় বন কর্মীরা ভীত হয়ে পড়েছে।অমলেন্দু বাবুর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে তাঁর রায়দীঘির গ্রামে। সদা হাস্যময় এই মানুষটির এই ভাবে তাঁর গ্রামের মানুষ থেকে শুরু করে তাঁর সহকর্মীরা মেনে নিতে পারছে না। নেতাধোপানি ক্যাম্পটি সুন্দরবনের কোর এলাকায়। সাম্প্রতিক অতীতে বহু নেতামন্ত্রী সেখানে রাত্রিবাস করেছেন কিন্তু এই ঘটনার পর জঙ্গলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

জীব বৈচিত্র্য সচেতনতায় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

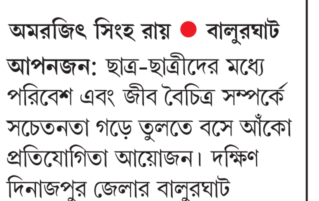

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ এবং জীব বৈচিত্র সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আয়োজন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের মাহিনগর এলাকায় আত্রেয়ী নদীর ধারে এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। বালুরঘাটের পরিবেশপ্রেমী সংগঠন দিশারী সংকল্প এবং শিশু শিল্পায়ন নামে একটি আর্ট স্কুল যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য, কারণে জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ফলে দিন দিন উষ্ণায়ন বেড়েই চলেছে।

তাই ছোট থেকেই যাতে পরিবেশ সম্পর্কে একটি সচেতনতা বোধ গড়ে ওঠে সেই লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি বলে জানা গেছে। এদিন প্রায় ১৬০ জন শিশু কিশোর কিশোরীরা অংশ নেয়। উপস্থিত ছিলেন দিশারী সংকল্পের সম্পাদক তুহিন শুভ্র মণ্ডল, সদস্য ত্রিদীব সরকার, শিশু শিল্পায়নের প্রশিক্ষক অসিত বর্মণ প্রমুখ।

অবৈধ নির্মাণের প্রতিবাদ করায় নমঃশূদ্র মহিলা আক্রান্ত

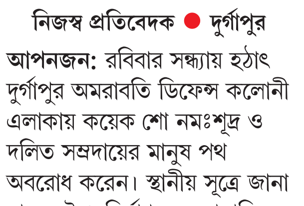

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দুর্গাপুর

আপনজন: রবিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ দুর্গাপুর অমরাবতি ডিফেন্স কলোনী এলাকায় কয়েক শো নমঃশূদ্র ও দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ পথ অবরোধ করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অবৈধ নির্মাণ ও অসামাজিক কার্যকলাপ করায়,স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজ সেবী ও আয়কর দপ্তরের কর্মী বিনয় মজুমদার ও তার পরিবারের উপর আক্রমন করেন ওই কলোনীর আবাসিক সংগঠনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ বিশ্বাস ও তার অনুগামী। গুরুতর আহত হয়ে বিনয় মজুমদারের স্ত্রী ও মেয়ে হসপিটালে ভর্তি হন। এই ঘটনাটি ঘটে গত ৮ মে। সেই দিন মজুমদারের পরিবারের পক্ষ থেকে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় থানায় অভিযোগ জানালেও এখনো পর্যন্ত থানা কোনো পদক্ষেপ নেয় নি। তারই প্রতিবাদের গতকাল সন্ধ্যায় স্থানীয় বাসিন্দারা পথ অবোরোধ করেন। ফলে ব্যাপক যানজট তৈরী হয়। স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস এতটাই প্রভাবশালী ব্যক্তি যে বিভিন্ন অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও পুলিশ প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয় না ।

ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হলেন যুবক

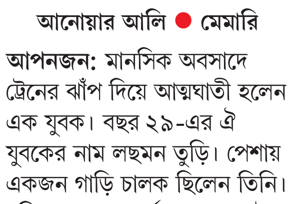

আনোয়ার আলি ● মেমারি

আপনজন: মানসিক অবসাদে ট্রেনের ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক যুবক। বছর ২৯-এর ঐ যুবকের নাম লছমন তুড়ি। পেশায় একজন গাড়ি চালক ছিলেন তিনি। রবিবার হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইন শাখার রসুলপুর ও পালসিট স্টেশনের মাঝে ৪১ নম্বর রেলগেটের কাছে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হন।

মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, গত বেশ কয়েকদিন ধরে লছমন মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। সেই মত চিকিৎসকা চলছিল। কিন্তু কি কারনে মন খারাপ ছিল তা কখনও বাড়িতে জানাননি। মৃত লছমনের বাড়ি হুলির মগরা থানার ফতেপুর এলাকায়।

বেশ কয়েক বছর ধরে সে মেমারীতে মায়ের কোল এলাকায় শ্বশুরবাড়ি তে থেকে স্থানীয় একটি গাড়ি চালক হিসেবে কাজ করতেন।

প্রতিদিনের মত রবিবার সকালেও কাজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর পালসিট ও রসুলপুরের মাঝে রেললাইন থেকে তার ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধার করে বর্ধমান জি আর পি।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: পঞ্চম দফা ভোটের আগে রবিবার পুরুলিয়ার গেঙ্গাড়া এলাকায় জনসভা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন বিজেপি প্রার্থী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর সমর্থনে প্রচার সারলেন তিনি। সভার শুরু থেকে দুর্নীতি নিয়ে সুর চড়িয়েছিলেন মোদি। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস ও তৃণমূল নেতাদের বাড়ি থেকে নোটের তাড়া উদ্ধার হয়েছে। মোদির খোঁচা, কংগ্রেসের নেতাদের বাড়ি থেকে টাকার পাহাড় উদ্ধার হচ্ছে। তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের বাড়িতেও নোটের পাহাড় উদ্ধার হচ্ছে। আমি তো জীবনে একসঙ্গে এত টাকা দেখিইনি। এর পরই তাঁর আরও অভিযোগ ,এরা নিজেরা দুর্নীতি করে হাতেনাতে ধরা পড়ছে আর মোদিকে দুষছে। তিনি বলেন, আমি তো দেশবাসীদের কাছ থেকে কিছুই লুকোই না। ২০১৪ সালে আমি বলেছিলাম, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেব। ২০১৯ সালেও বলেছিলাম এক এক করে সব দুর্নীতিবাজদের পাকড়াও করব। এছাড়াও তিনি হুঁশিয়ারির শুরে বলেছেন চব্বিশে দাঁড়িয়ে বলছি, দুর্নীতিবাজদের জেলের বাইরে থাকতে দেব না কখনোই। মোদি হিসেবে আরও একটা গ্যারান্টি দিচ্ছি, ৪ জুনের পর নতুন সরকার তৈরি হবে ,এরকম সব দুর্নীতিবাজদের জীবন জেলেই কাটবে। শেষে বাংলা ভাষায় তাঁর হুঙ্কার, ৪ জুনের পর দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আরও তীব্র হবে অ্যাকশন নেবো। বর্তমানে রাজ্যে যে টাকা উদ্ধার হচ্ছে, তা আমজনতাকে ফেরানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি। উল্লেখ্য, মোদি জমানায় বিরোধী দলের বহু নেতা-মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। লাগাতার তদন্ত চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি। যা নিয়ে বিরোধীদের পালটা দাবি, ইডি-সিবিআইয়ের মতো সংস্থাগুলিকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে বিজেপি সরকার। অথচ বিজেপি নেতারা দুর্নীতি করলেও পার পেয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ শাসকদলে যোগ দিলেই সাত খুন মাফ হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে বিরোধীরা গোটা বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব দিতে নারাজ। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া লোক সভা কেন্দ্র বিজেপি জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো সহ অন্যান্যরা।

কাকলির প্রচার মিছিলে পা মেলালেন খাদ্যমন্ত্রী

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: ১ জুন সপ্তম তথা শেষ দফায় বাংলায় যে ৯টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট হবে তারমধ্যে অন্যতম একটি হল বারাসাত লোকসভা কেন্দ্র। সব রাজনৈতিক দলই তাদের দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারকে তুঙ্গে তুলে প্রচার করে চলেছে। রবিবাসরীয়তে বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের উপস্থিতিতে মধ্যমগ্রাম বিধানসভা এলাকার কেমিয়া খামারপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নওয়াপাড়া থেকে সানেরবেড়িয়া পর্যন্ত এক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এই মিছিলে প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সঙ্গে পা মেলান নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, বারাসাত ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ,বারাসাত ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, মানস কুমার ঘোষ,স্হানীয় প্রধান স্মৃতিকণা অধিকারী, উপপ্রধান মহঃ মোজাফফর রহমান সহ আরও অনেকে। প্রচুর তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থক এই মিছিলে শামিল হন।

পুরুলিয়ার এসপিকে সরাল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● পুরুলিয়া

আপনজন: পঞ্চম দফা লোকসভা নির্বাচনের আগের দিন অর্থাৎ রবিবার চারজন পুলিশ কর্তাকে সরিয়ে দিল কমিশন। রবিবার নির্বাচন কমিশন থেকে জানানো হয় পুরুলিয়া জেলার পুলিশ সুপার অভিজিৎ ব্যানার্জিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এসডিপিও কন্টাই দিবাকর দাস ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভূপতিনগর থানার ওসি গোপাল পাঠক এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর থানার ওসি রাজু কুন্ডুকে সরানো হয়েছে। যে চারজন পুলিশ কর্তাকে সরানো হয়েছে তার মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দুটি থানার ওসি পাশাপাশি এইচডি পিও কন্টাই ওই তালিকায় রয়েছেন।কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সোমবার সকাল ১০ টার মধ্যে যাদেরকে সরানো হয়েছে দায়িত্ব থেকে সেখানে তিন থেকে চারজনের নতুন নামের প্যানেল পাঠাতে হবে। সেখান থেকে পরবর্তী যে পদ

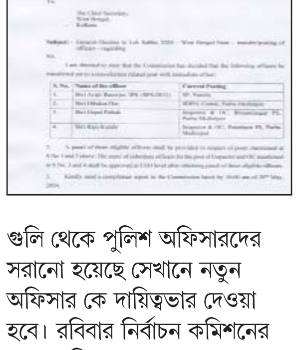

গুলি থেকে পুলিশ অফিসারদের সরানো হয়েছে সেখানে নতুন অফিসার কে দায়িত্বভার দেওয়া হবে। রবিবার নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সচিব রাকেশ কুমার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিবকে এই অফিসারদের অবিলম্বে সরানোর নির্দেশ পাঠিয়েছেন। এদিকে এই অফিসার পরিবর্তনের বিষয়টিকে রাজনৈতিক দিশা আছে বলে দাবি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যে সকল পুলিশ অফিসারদের না পছন্দ বলে তালিকা পাঠাচ্ছেন তাদেরকেই সরানো হচ্ছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নীল গাইয়ের দেখা মিলল বালুরঘাটে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বালুরঘাট শহরে নীল গাইয়ের দেখা মিলল। বিরল প্রজাতির এই প্রাণীকে দেখতে ভিড় জমান এলাকার লোকজন। তবে আচমকা বালুরঘাট শহরে নীলগাই কোথা থেকে এল তা নিয়ে ধন্দে বন দফতর।জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে বালুরঘাট শহরে একটি নীল গাইকে ঘুরে বেড়াতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এর পরে তাঁরা বন বিভাগে খবর দেন। খবর পেয়েই বন বিভাগের কর্মীরা নীল গাইয়ের গতিবিধির উপর নজর রাখার চেষ্টা করলেও রবিবার সকাল থেকে আর দেখা মেলেনি, নীলগাই টির।

এ বিষয়ে স্থানীয় এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'নীল গাইকে রবিবার সকাল থেকে আর দেখা যায়নি। প্রথমে আমরা অন্য কিছু ভেবেছিলাম। পরে জানতে পারি ওটা নীলগাই ছিল।'

অন্যদিকে, নীল গাই টির খোঁজে বালুরঘাট শহর সংলগ্ন বিভিন্ন জঙ্গলে খোঁজ চালাচ্ছেন বনকর্মীরা।

নানা কোর্সে ভর্তি শুরু ডিরোজিও কলেজে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● রাজারহাট

আপনজন: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার রাজারহাটের ডিরোজিও মেমোরিয়াল কলেজ জার্নালিজম এ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন, ফিল্ম স্টাডিজ, কম্পিউটার সায়েন্স, প্রিন্টিং এ্যান্ড বুক পাবলিশিং সহ ডিগ্রী ও ভোকেশনাল কোর্সে ভর্তি শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে ৩১ টি বিষয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে এখানে।ডিগ্রী কোর্সের বিজ্ঞান বিভাগের বিষয় গুলি হল গণিত, অর্থনীতি, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার সায়েন্স। মানবিক বিভাগের বিষয় গুলি হল বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিক্ষা বিজ্ঞান, দর্শন ও জার্নালিজম এ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন। ভোকেশনাল কোর্সে বিষয় গুলি হল প্রিন্টিং এ্যান্ড বুক পাবলিশিং (৩ বছর...), ব্রডকাস্টিং জার্নালিজম (৩ বছর...) পাবলিক রিলেশন (৩ বছর...), ফটোগ্রাফি এ্যান্ড ভিডিও প্রডাকশন(১ বছর...) ও ওয়েব ডিজাইন(১ বছর...)। ভর্তি প্রত্যাশীদের কলেজের পক্ষ থেকে যত দ্রুত সম্ভব ওয়েব সাইটে গিয়ে অনলাইনে ফর্মফিলাপের জন্য বলা হয়েছে।

হ্যারিকেন ফেটে জখম

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: হ্যারিকেন ফেটে গুরুতর জখম হলেন বছর পঁয়ষট্টি বয়সের এক বৃদ্ধ।ঘটনাটি ঘটেছে ঝড়খালি কোষ্টাল থানার অন্তর্গত পাখিরালা গ্রামে। বর্তমানে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ওই বৃদ্ধ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে শনিবার রাতে লোডশেডিং হওয়ায় বাড়িতে হ্যারিকেন ধরিয়েছিলেন।আচমকা হ্যারিকেন ফেটে গেলে গুরুতর জখম হন সুভাষ চন্দ্র মিস্ত্রী নামে ওই বৃদ্ধ। তাঁর শরীরের একাধিক জায়গায় পুড়ে যায়। পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে।

মেসির ফেরার ম্যাচে শেষ মুহূর্তের গোলে মায়ামির জয়

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসিকে ছাড়া আগের ম্যাচে ফ্লোরিডা ডার্বিতে অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে জিততে পারেনি ইন্টার মায়ামি। আজকের ম্যাচেও শঙ্কা ছিল মেসির খেলা নিয়ে। তবে শঙ্কা কাটিয়ে পুরো ৯০ মিনিট খেলেছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। আর মেসি দলে ফিরতেই আবারও জয়ে ফিরল মায়ামিও। ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে ইন্টার মায়ামির জয়টি ১-০ গোলে। যোগ করা সময়ে মায়ামিকে জয়সূচক গোলটি এনে দেন লিওনার্দো কাম্পানা।

ম্যাচের বেশির ভাগ সময় ইন্টার মায়ামি দাপট দেখালেও একপর্যায়ে মনে হচ্ছিল ম্যাচটা হয়তো গোলশূন্য ড্রয়েই শেষ হবে। তবে যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে চমক দেখান কাম্পানা।

প্রায় মাঝমাঠ থেকে সের্হিও বুসকেতসের দারুণভাবে বাড়ানো বলকে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুর্দান্ত ভলিতে বল জালে জড়ান ইকুয়েডরিয়ান এ ফরোয়ার্ড। এই জয়ে ১৫ ম্যাচ শেষে ইস্টার্ন কনফারেন্সের শীর্ষেই থাকল মায়ামি। ১৫ ম্যাচে ৯ জয় ৪ ড্র ও ২ হারে মায়ামির পয়েন্ট এখন ৩১।

মায়ামির চেজ স্টেডিয়ামে বাজে আবহাওয়ার কারণে এদিন খেলা শুরু হতে কিছুটা দেরি হয়। ম্যাচ শুরু হওয়ার পর অবশ্য বলের দখল রেখে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করে মায়ামি। মেসি-লুইস সুয়ারেজদের পাসিং ফুটবলের বিপরীতে ডিসি ইউনাইটেড চেষ্টা করে প্রতি-আক্রমণনির্ভর ফুটবল খেলে সুযোগ তৈরির। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টির কারণে খেলোয়াড়দের ভারসাম্য ধরে রাখাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এ সময় ডিসি ইউনাইটেডের বক্সের বাইরে সুয়ারেজ ফাউলের শিকার হলে ফ্রি-কিক পায় মায়ামি। মানবপ্রাচীরে মেরে সেই সুযোগটি হাতছাড়া করেন মেসি। এরপর বৃষ্টির বেগ কমে এলে স্বাভাবিক খেলায় ফেরার চেষ্টা করে দুই দলের খেলোয়াড়েরা। এর মধ্যেই অবশ্য শেষ হয়ে যায় প্রথমার্ধের খেলাও। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে অবশ্য ভালোই খেলছিল ডিসি ইউনাইটেড। কয়েকটি সুযোগও তৈরি করে তারা। তবে ধীরে ধীরে মায়ামি মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ৭০ মিনিটে মেসির দূরপাল্লার শট চলে যায় বারের ওপর দিয়ে। ম্যাচের শেষ দিকে ডিসি ইউনাইটেডের রক্ষণাত্মক ফুটবলের সুযোগ কাজে লাগাতে মরিয়া হয়ে আক্রমণে যায় মায়ামি। তারই ধারাবাহিকতায় যোগ করা সময়ে মেসিরা পেয়ে যান জয়সূচক গোলটি।

অবশেষে ২০০ টপকে জিতল হায়দরাবাদ

আপনজন ডেস্ক: ২৮৭, ২৭৭, ২৬৬–এবারের মৌসুমে রেকর্ড ভেঙেচুরে একাকার করে দিয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। তবে প্রদীপের নিচের আঁধারের মতো করে ছিল আরেকটি পরিসংখ্যান–এর আগে ৩ বার ২০০ বা এর বেশি রান তাড়া করতে নেমে প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছিল দলটি। আজ ঘরের মাঠে সে ‘আক্ষেপ’ও ঘোচাল তারা। পাঞ্জাব কিংসের দেওয়া ২১৫ রানের লক্ষ্য ৪ উইকেট ও ৫ বল বাকি থাকতে পেরিয়ে গেছে প্যাট কামিন্সের দল। নিজেদের ইতিহাসেই মাত্র দ্বিতীয়বার ২০০ বা এর বেশি রানের লক্ষ্য তাড়া করে জিতল হায়দরাবাদ।

পাঞ্জাব বিদায় নিয়েছে আগেই, হায়দরাবাদেরও প্লে-অফ আগেই নিশ্চিত হয়েছে। আগের ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ায় শীর্ষ দুইয়ে থেকে লিগ পর্ব শেষ করার সমীকরণটাও হায়দরাবাদের হাতে ছিল না। তবে সে আশা টিকিয়ে রাখতে জয় দরকার ছিল, হায়দরাবাদ সে কাজটি করে রাখল। এখন পরের ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছে রাজস্থান রয়্যালসের হারের আশা করতে হবে তাদের। অবশ্য সে ম্যাচ পরিত্যক্ত হলেও নেট রান রেটের সৌজন্যে এগিয়ে থাকবে হায়দরাবাদই। রান তাড়ায় হায়দরাবাদের শুরুটা হয়েছিল বাজে, অর্শদীপ সিংয়ের করা ইনিংসের প্রথম বলেই বোল্ড ট্রাভিস হেড। এরপরও পাওয়ারপ্লে শেষে দলটির স্কোর ছিল এমন–৮৪/২! মৌসুমে প্রথম ৬ ওভারে এটি তাদের তৃতীয় সর্বোচ্চ স্কোর। সেটি এসেছে অভিষেক শর্মা ও রাহুল ত্রিপাঠির তৃতীয় উইকেটে ৩০ বলে ৭২ রানের জুটির সৌজন্যে। পাওয়ারপ্লে শেষের আগেই রাহুল ফিরলেও নীতীশ কুমার রেড্ডিকে নিয়ে অভিষেক যোগ করেন ৩১ বলে ৫৭ রান।

এরপর নীতীশের সঙ্গে হাইনরিখ ক্লাসেনের ২৩ বলে ৪৭ রানের আরেকটি জুটি মাঝের ওভারগুলোতেও রানের গতি ধরে রাখা নিশ্চিত করে। জয় থেকে ৭ রান দূরে ক্লাসেন থামেন ২৬ বলে ৪২ রানের ইনিংস খেলে, তবে হায়দরাবাদের জয় পেতে সমস্যা হয়নি কোনো এরপর।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামা পাঞ্জাবের শুরুটা ঠিক হায়দরাবাদের মতো না হলেও বেশ ভালো ছিল। অথর্ব তাইড়ে ও প্রভসিমরান সিং এ মৌসুমে উদ্বোধনী জুটিতে পাঞ্জাবের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯৭ রান তোলার পথে প্রথম ৬ ওভারে তোলেন ৬১ রান। প্রভসিমরান ১৫তম ওভারে আউট হওয়ার আগে খেলেন ৪৫ বলে ৭১ রান।

রাইলি রুশোর ২৪ বলে ৪৯ এবং এ ম্যাচে পাঞ্জাবের অধিনায়ক জিতেশ শর্মার ১৫ বলে ৩২ রানের ক্যামিওতে ২০০ পেরোয় পাঞ্জাব। এ মৌসুমে দ্বিতীয়বার ২০০ পেরোল দলটি। তবে শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট হলো না সেটিও।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাঞ্জাব কিংস: ২০ ওভারে ২১৪/৫ (প্রভসিমরান ৭১, রুশো ৪৯, অথর্ব ৪৬, জিতেশ ৩২*; নটরাজন ২/৩৩, কামিন্স ১/৩৬, বিয়াসকান্ত ১/৩৭)

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ: ১৯.১ ওভারে ২১৫/৬ (অভিষেক ৬৬, ক্লাসেন ৪২, নীতীশ ৩৭, রাহুল ৩৩; অর্শদীপ ২/৩৭, হার্শাল ২/৪৯, শশান্ত ১/৫, হারপ্রীত ১/৩৬)

ফল: হায়দরাবাদ ৪ উইকেটে জয়ী

স্টার স্পোর্টসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুললেন রোহিত শর্মা

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলের ব্রডকাস্টিং চ্যানেল স্টার স্পোর্টসের বিরুদ্ধে গোপনীয়তা লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। এমন চলতে থাকলে সমর্থক, ক্রিকেটার ও ক্রিকেটের মধ্যে আস্থার জায়গা ভেঙে পড়বে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্টার স্পোর্টসে প্রচারিত একটি ভিডিও ক্লিপ ছড়িয়ে পড়ে। তাতে রোহিতকে বলতে শোনা যায়, ‘ভাই, অডিওটা বন্ধ করেন, এমন একটা অডিও আমাকে ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে।’ মুম্বাইয়ের সাবেক ব্যাটসম্যান ও এখনকার কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচ অভিষেক নায়ারের সঙ্গে সে সময় কথা বলছিলেন রোহিত।

রোহিতের সে অনুরোধ যে রাখা হয়নি, সেটি স্পষ্টই। এরপর আজ এক্সে এক পোস্টে রোহিত লেখেন, ‘ক্রিকেটারদের জীবনটা এখন অনধিকার প্রবেশের জায়গা হয়ে গেছে। বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত আলোচনা আর প্রতিটা ধাপ রেকর্ড করা হচ্ছে ক্যামেরায়, সেটি অনুশীলনে বা ম্যাচের দিন।’

এরপর তিনি বলেন, ‘স্টার স্পোর্টসকে আমার কথা রেকর্ড না করতে বলা হলেও সেটি করা হয়েছে, এরপর সম্প্রচারও করা হয়েছে। এটি গোপনীয়তার লঙ্ঘন।’

এমন চলতে থাকলে সামনে আরও গুরুতর পরিস্থিতি তৈরি হবে বলেও মনে করেন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের হয়ে আইপিএলে খেলা রোহিত, ‘এক্সক্লুসিভ কনটেন্টের চাহিদা আর শুধু ভিউ ও এনগেজমেন্টের দিকে নজর থাকলে একদিন এটি সমর্থক, ক্রিকেটার ও ক্রিকেটের মধ্যে আস্থার জায়গাটি নষ্ট করে দেবে।’

রোহিত এরপর যোগ করেছেন, ’সবার বোধোদয় হোক।’

এমনিতে রোহিতের দল মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের এ মৌসুমটা বেশ গোলমেলে কেটেছে। মৌসুমের শুরুতে রোহিতকে সরিয়ে দলটি নেতৃত্ব দেয় হার্দিক পান্ডিয়াকে, যিনি মুম্বাই ছেড়ে দুই মৌসুম নতুন দল গুজরাট টাইটানসে খেলে আসেন। পান্ডিয়াকে এরপর বিভিন্ন মাঠে দুয়োও শুনতে হয়।

এবার প্রথম দল হিসেবে প্লে অফের দৌড় থেকে ছিটকে পড়ে মুম্বাই। সামনের মৌসুমে রোহিতকে আর দলটির হয়ে খেলতে দেখা যাবে কি না, এমন আলোচনাও উঠেছে। আইপিএল আগেভাগেই শেষ হয়ে যাওয়াতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দিকে নজর দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন রোহিত। আগামী ১ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া টুর্নামেন্টকে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন তিনি, তাঁর সহকারী হিসেবে থাকবেন পান্ডিয়া। স্টার স্পোর্টস আইসিসিরও অফিশিয়াল ব্রডকাস্টার।

৫ জুন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ভারতের বিশ্বকাপ। এর আগে ১ জুন বাংলাদেশের বিপক্ষে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথা আছে রোহিতের দলের।

যে তিন কারণে জাভিকে বরখাস্ত করতে পারেন লাপোর্তা

আপনজন ডেস্ক: খুব বেশি দিন হয়নি জাভি হার্নান্দেজ মৌসুম শেষে বার্সেলোনা ছাড়ার সিদ্ধান্ত বদল করেছেন। ক্লাব সভাপতি হোয়ান লাপোর্তার সঙ্গে কয়েক দফায় আলোচনার পর তিনি নিজের পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন। সপ্তাহ তিনেক আগে যৌথ সংবাদ সম্মেলন করে লাপোর্তা আর জাভি নতুন সিদ্ধান্তের ঘোষণা দেন। চলতি মৌসুমে কিছু না জেতা বার্সেলোনায়

একটা গুমোট বাতাস ছিল। জাভির থেকে যাওয়ার ঘোষণায় গুমোট সেই পরিবেশ দূর হয়ে কিছুটা হলেও স্বস্তি নেমে এসেছিল ক্যাম্প ন্যুয়ে। কিন্তু লাপোর্তা হঠাৎই জাভির ওপর চটে যাওয়ায় তৈরি হয়েছে অস্বস্তি। এখন এমনও শোনা যাচ্ছে যে জাভিকে বরখাস্ত করতে পারেন লাপোর্তা। ক্রীড়া দৈনিক এএসের সাংবাদিক সান্তি হিমেনেজ প্রতিবেদন ছেপেছেন যে লাপোর্তা ও জাভির মধ্যে ঝামেলা বেড়েছে। এর কারণ আলমেরিয়া ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে বার্সার সমস্যা নিয়ে জাভির কিছু কথা। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, চাকরি হারাতে পারেন জাভি। ৩ কারণে তিনি বরখাস্ত হতে পারেন

ভিতর রকি-বিতর্ক

স্কোয়াড লগ্নি করা নিয়ে অভিযোগ

বার্সার ভবিষ্যৎ নিয়ে জাভির মন্তব্য

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ: ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল দেখছেন কাইফ

আপনজন ডেস্ক: ২০০৭ সালে প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছিল কোন দুই দল, মনে আছে নিশ্চয়ই! চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান।জোহানেসবার্গের সেই ফাইনালে পাকিস্তানকে ৫ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। এরপর আরও সাতটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হলেও ভারত-পাকিস্তান ফাইনালে মুখোমুখি হয়নি। তবে এবার ভারত-পাকিস্তানই ফাইনাল খেলবে বলে মনে করেন মোহাম্মদ কাইফ। ভারতের সাবেক এই ব্যাটসম্যান বার্তা সংস্থা পিটিআইয়ের সঙ্গে আলোচনায় বিশ্বকাপের ৪ সেমিফাইনালিস্ট বেছে নিতে গিয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন। আগামী ১ জুন ওয়েস্ট ইন্ডিজ-যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসর। বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্র প্রথমবার আইসিসির কোনো টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে যাচ্ছে। দেশটিতে ক্রিকেটের বাজার বড় করতে বেশ কয়েকটি বড় ম্যাচ রেখেছে আইসিসি। এর মধ্যে আগামী ৯ জুন নিউইয়র্কে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচটাই যে ক্রিকেটপ্রেমীদের আগ্রহের তুঙ্গে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রতিটি গ্রুপ থেকে দুটি করে দল সুপার এইট পর্বে উঠবে। ভারত-পাকিস্তান একই গ্রুপে পড়ায় সুপার এইটে তাদের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে কাইফ মনে করেন, দল দুটি এবারের বিশ্বকাপে দ্বিতীয়বার মুখোমুখি হতে পারে, সেটা ফাইনালে। হানিজের দেশ ভারতকে স্বাভাবিকভাবেই ফাইনালে দেখছেন কাইফ।

ফাইনালে রোহিত-কোহলিদের প্রতিপক্ষ কে হতে পারে, এ প্রশ্নে কাইফ পিটিআইকে বলেছেন, ‘আমি ঠিক জানি না, সম্ভবত অস্ট্রেলিয়া অথবা পাকিস্তান। পাকিস্তান (সুপার এইট পেরিয়ে) আসতে পারলে আমাদের সঙ্গে সেমিফাইনাল বা ফাইনালে দেখা হতে পারে। এটা অনেক বড় ব্যাপার হবে। ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল কেন নয়?’ ভারতের হয়ে টেস্ট ও ওয়ানডে মিলিয়ে ১৩৮ ম্যাচ খেলা কাইফ শেষ চারের অন্য দুই দল হিসেবে সহ-আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডকে বেছে নিয়েছেন। এর মানে, বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের কোনো সম্ভাবনা দেখছেন না তিনি, ‘যে করেই হোক, নিউজিল্যান্ড শেষ চারে ওঠার একটা উপায় বের করে ফেলে। আইসিসি ইভেন্টে ওদের হিসাবের বাইরে রাখতে পারবেন না। তাই নিউজিল্যান্ডকে (সেমিফাইনালে) যুক্ত করুন। আমার মনে হয়, ওয়েস্ট ইন্ডিজ যেহেতু নিজেদের মাঠে খেলবে, তাই ওরা বিপজ্জনক দল হয়ে উঠতে পারে।’ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সাতবার মুখোমুখি হয়েছে ভারত-পাকিস্তান। ভারতের ৬ জয়ের বিপরীতে পাকিস্তান জিতেছে মাত্র একটিতে। ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার টুয়েলভ পর্বে ভারত পাকিস্তানকে হারিয়ে দিলেও রোহিত শর্মার দল সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে পড়ে, বাবর আজমের দল ওঠে ফাইনালে। তবে কাইফের বিশ্বাস, ভারতের এবারের দল আগেরবারের চেয়ে শক্তিশালী, ‘সর্বশেষ আসরের সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের বোলিং-আক্রমণ এবার অনেক ভালো। গতবারের স্কোয়াডে চাহাল থাকলেও তাকে খেলানো হয়নি। এ বছর কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল, (রবীন্দ্র) জাদেজা আছে। তারা সবাই ভালো স্পিনার, অভিজ্ঞ ও উইকেটশিকারি। নিজেদের দিনে তারা ম্যাচের গতিপথ বদলে দিতে পারে। (যশপ্রীত) বুমরা গতবার খেলেনি। আমার মনে হয়, এই বিশ্বকাপে সে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হতে চলেছে।’

ধোনির ১১০ মিটার ছক্কাই চেন্নাইয়ের বিদায়ের কারণ

আপনজন ডেস্ক: ৬ বলে ১৭ রান দরকার–এমন সমীকরণে প্রথম বলেই ছয় হাঁকিয়েছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। যেনতেন ছক্কা নয়, বল রীতিমতো গ্যালারির ছাদে। দূরত্বের হিসাবে ১১০ মিটার। ধোনির বিশাল ওই ছক্কায় প্লে-অফে উঠতে প্রয়োজনীয় রান চলে আসে চেন্নাই সুপার কিংসের নাগালের মধ্যে। তবে কাল রাতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে লক্ষ্যটা পূরণ করতে পারেনি চেন্নাই। ইয়াশ দয়ালের দ্বিতীয় বলে ধোনি আউট হওয়ার পর অন্যরাও বাকি রান তুলতে পারেননি। নির্ধারিত লক্ষ্য থেকে ১০ রান দূরে থাকায় লিগ পর্ব থেকেই বিদায় হয়ে যায় গতবারের চ্যাম্পিয়নদের, শেষ চারে ওঠে বেঙ্গালুরু।

ম্যাচ শেষে বেঙ্গালুরু অধিনায়কসহ অনেকেই দয়ালের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ফাফ ডু প্লেসি তো নিজের ম্যাচসেরার পুরস্কারটি দয়ালেরই প্রাপ্য বলে মন্তব্য করেছেন। তবে বেঙ্গালুরুরই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান দিনেশ কার্তিকের কথায় মনে হতে পারে, দয়ালের দক্ষতা বিশেষ কাজে দেয়নি। কার্তিকের মতে, চেন্নাই শেষ চারে উঠতে পারেনি ধোনির ছক্কার কারণে।

বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের ম্যাচটিতে বিরাট কোহলিরা প্রথমে ব্যাট করে তোলেন ৫ উইকেটে ২১৮ রান। বেঙ্গালুরুর চেয়ে ২ এগিয়ে থাকায় চেন্নাইয়ের জয় জরুরি ছিল না, দরকার ছিল ২০১ রান, যাতে হারলেও রান রেটে এগিয়ে থাকা যায়। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে শেষ দিকে বল ছিল ভেজা, বোলারদের জন্য গ্রিপ করা কঠিন ছিল।

ওই অবস্থায় ম্যাচের শেষ ওভারে বল হাতে নেন দয়াল।

তাঁর লো ফুল টস প্রথম বলকেই গ্যালারির ছাদে আছড়ে ফেলেন ধোনি। এরপর কীভাবে ম্যাচের মোড় ঘুরে গেছে, খেলা শেষে ড্রেসিংরুমে সেটিই সতীর্থদের কাছে বিশ্লেষণ করেছেন কার্তিক। টাইমস অব ইন্ডিয়ায় কার্তিকের ড্রেসিংরুমের মন্তব্যকে উদ্ধৃত করা হয়েছে এভাবে–‘ম্যাচে সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটি ঘটেছে, সেটি হচ্ছে ধোনির ছক্কা মাঠের বাইরে চলে যাওয়া। ফলে আমরা নতুন একটা বল পেয়েছি, যেটা বোলিংয়ের জন্য আগেরটার চেয়ে ভালো (শুকনো)।’

অপেক্ষাকৃত ভালো বল পাওয়ায় দয়ালের বল গ্রিপিংয়ে নিয়ন্ত্রণ বেড়েছে। আর সেটার ফল তো পরের পাঁচ বলেই দেখা গেছে। দ্বিতীয় বলে স্কয়ার লেগে ক্যাচ দিয়ে আউট ১৩ বলে ২৫ রান করা ধোনি। আর শেষ চার বলে শার্দুল ঠাকুর ও রবীন্দ্র জাদেজারা নিতে পারলেন মাত্র ১ রান। চেন্নাইয়ের নাগালে থাকা প্লে-অফ টিকিটটা হাত ফসকে গেল এভাবেই।

পাকিস্তান সফর নিয়ে কোহলির কথায় খুশি শহীদ আফ্রিদি

আপনজন ডেস্ক: ভারত-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সিরিজ–এ যেন এখন প্রাগৈতিহাসিক কালের কোনো গল্প! সর্বশেষ এ দুই দল দ্বিপক্ষীয় কোনো সিরিজে মুখোমুখি হয়েছে ২০১৩ সালে, ভারতে। আর ভারতের সর্বশেষ পাকিস্তান সফর তো আরও আগের কথা। ২০০৬ পাকিস্তানের মাটিতে সর্বশেষ দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলেছে তারা। এ ছাড়া ২০০৮ সালের এশিয়া কাপ খেলতে পাকিস্তান গিয়েছিল ভারত দল। টেস্ট কিংবা ওয়ানডে–একটা সময় মাঠে নিয়মিতই দ্বিপক্ষীয় সিরিজে মুখোমুখি হতো চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দল দুটি। কিন্তু সীমান্তবিরোধ আর রাজনৈতিক টানাপোড়েনের আঁচ দুই দেশের ক্রিকেট-সম্পর্কেও লাগার পর থেকে এমন অচলাবস্থা।

এখন তো ক্রিকেটে ভারত-পাকিস্তানের দেখা হয় শুধু আইসিসি বা এসিসির কোনো ইভেন্টে। তাও ইভেন্টগুলো পাকিস্তানে হলে সেখানে যায় না ভারত। তারা নিজেদের ম্যাচগুলো খেলে নিরপেক্ষ কোনো ভেন্যুতে। সর্বশেষ এশিয়া কাপেও সে রকমটাই দেখা গেছে।

এটা নিয়ে পাকিস্তানিদের আক্ষেপও এখন পুরোনো হয়ে গেছে। অনেকেই বিষয়টি নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। ২০২২ সালে ভারতের পাকিস্তান সফরের প্রসঙ্গ নিয়ে বিরাট কোহলি কথা বলেছেন পাকিস্তানের পর্বতারোহী শেহরোজ কাশিফের সঙ্গে। ভিডিও কলে হওয়া সেই কথোপকথন সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রামে প্রকাশ করেছেন কাশিফ।

সেই সময় কোহলি কাশিফকে বলেছিলেন, ‘তোমার পরিবারকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো। আশা করছি, আমরা শিগগিরই পাকিস্তান সফর করব। সবাই-ই তো এখন পাকিস্তানে সফর করতে শুরু করেছে।’

এর প্রেক্ষাপটেই শহীদ আফ্রিদি বলেছেন, ‘আমি বিরাটের কাছ থেকে এমন বক্তব্যই আশা করি। আমি বিরাটকে স্বাগত জানাই, তা সে পিএসএলে আসুক বা ভারত দলের হয়েই আসুক।’

পিএসজির শেষ লিগ ম্যাচের স্কোয়াডে নেই এমবাপ্পে

আপনজন ডেস্ক: আজ রাতে মৌসুমের শেষ লিগ ম্যাচ খেলতে নামবে পিএসজি। মেসের বিপক্ষে এই ম্যাচ দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে লিগ আঁ অধ্যায়ের ইতি টানার কথা ছিল কিলিয়ান এমবাপ্পের। কিন্তু স্কোয়াডেই রাখা হয়নি এই ফরাসি তারকাকে। ফলে তুলুজের বিপক্ষের প্যারিসে আগের ম্যাচটিই লিগে এমবাপ্পের শেষ ম্যাচ হয়ে থাকল।

এর আগে ফরাসি সংবাদমাধ্যম লা প্যারিসিয়ান জানিয়েছিল, তুলুজের বিপক্ষে ম্যাচের আগে এমবাপ্পের সঙ্গে পিএসজির মালিক নাসের আল খেলাইফির ব্যাপক ঝগড়া হয়। এমবাপ্পের বিদায়ী ভিডিও বার্তায় নিজের নাম না শোনার কারণেই মূলত ক্ষুব্ধ ছিলেন খেলাইফি।

এমবাপ্পেকে ডেকে খেলাইফি এর কারণও জানতে চান। একপর্যায়ে দুজনের ব্যক্তিগত আলাপটি ঝগড়ায় রূপ নেয়। যেখানে তাঁদের একজনকে আরেকজনের ওপর চিৎকার করতেও শোনা যায়। এরপর এমবাপ্পের নাম ঘোষণার পর উপস্থিত অনেক দর্শক তাঁর উদ্দেশে দুয়োও দেয়।

সেদিন পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় ম্যাচটি পিএসজি ৩-১ গোলে হেরে গেলে। এরপর নিসের বিপক্ষে ম্যাচের স্কোয়াডেও রাখা হয়নি এমবাপ্পেকে। সে সময় অবশ্য চোট আশঙ্কার কারণে তাঁকে বাইরে রাখার কথা বলা হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছিল, ফ্রেঞ্চ কাপের ফাইনালের জন্য হয়তো বিশ্রামে রাখা হচ্ছে তাঁকে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**